ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 December, 2019 ■ আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ১২ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত মোহনপুর মহকুমার লেম্বুছড়াস্থিত কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ল্যাবরোটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে লোক নিয়োগের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ নিয়ে দুর্নীতিও স্বজনপোষণের একগুচ্ছ অভিযোগ উঠল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। যাকে কেন্দ্র করে চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে একাংশ কর্ম প্রার্থীদের মধ্যে।

অভিযোগ, এই দুটি পদে লোক নিয়োগের জন্য ২৭ ডিসেম্বর লেম্বুছড়ার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় লিখিত পরীক্ষা, যাহার প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন বলে পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ। পাশাপাশি পরীক্ষা গ্রহণের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করে দেওয়া হয়। একাংশ চাকুরি প্রার্থীদের বক্তব্য ফল প্রকাশের তালিকায় যাদের রোল নম্বর আসে তারা সকলেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আধিকারিকদের পরিবারের সদস্য।

শালগড়ায় দুই পরিবারের সংঘর্ষে গুরুতর আহত ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। উদয়পুরের শালগড়ার বাবুল চৌমুহনিতে শুক্রবার রাতে বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে ছয়জন আহত হয়েছে। আহতদের উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা হল একই পরিবারের বাবুল সরকার, হারাধন সরকার ও প্রসেনজিৎ সরকার। অপর এক পরিবারের আহত তিনজন হল সুকুমার সরকার, স্ত্রী ভালু সরকার ও পুত্র জন সরকার। ক্যারাম বোর্ড খেলাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরেই ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। আহতদের খোঁজখবর নিতে গোমতী জেলার জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা হাসপাতালে যান। আলোচনার মাধ্যমে ঘটনার মীমাংশার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কথা রাখেনি বাম সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ ডিসেম্বর।। বিগত বাম সরকারের আমলে গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষকে দেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির খেসারত দিতে হচ্ছে বর্তমান রাম আমলের নেতৃত্বদের ।তবে সাধারণ মানুষকে ফুসলিয়ে হলেও রাজ্যের গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অগ্রগতিতে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যের পাহাড় সমতল সর্বত্রই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তৈরীর প্রয়াস করেছিল বিগত বাম সরকার।

কিন্তু তাদের দেওয়া বিভিন্ন মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফলে আজ দিশেহারা বহু মানুষ ।এমনই এক চিত্র ফুটে উঠল উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকের অধীন সাউথ প্রিয়ারাছড়া চার নং ওয়ার্ডের এম পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ।দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে ময়মুন নেছা স্বামী মৃত ইনসাফ আলী শর্ত মোতাবেক উনার বসতবাড়ি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উঃপ্রদেশে পুলিশি হেনস্থার অভিযোগ প্রিয়াঙ্কার আড়াই কিমি হেটে গেলেন সমাজকর্মীর বাড়িতে

লখনউ, ২৮ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় অভিযোগে অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসারকে গ্রেফতার করেছে লখনউ পুলিশ। শনিবার তাঁকে দেখতে গিয়ে বাধার ামুখে পড়লেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। পুলিশকে ধুলো দিয়ে হেঁটে আইপিএস অফিসারের বাড়িতে যান প্রিয়াঙ্কা। কংগ্রেস নেত্রীর অভিযোগ, পুলিশ তাঁকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করেছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ করায় ৭৬ বছরের অবসরপ্রাপ্ত আইপিএএস অফিসার এসআর দারাপুরিকে গ্রেফতার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। কিন্তু তাঁর কনভয় থামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর পুলিশকে ধুলো দিয়ে দলের এক কর্মীর স্কুটারে চড়ে বসেন গান্ধী তনয়া। কিন্তু দারাপুরির বাড়ির ২ কিলোমিটার আগে তাঁকে আটকে দেয় পুলিশ। বাকি রাস্তা হেঁটেই যান প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তাঁর কথায়, দারাপুরিজির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় আমাকে আটকে দেয় উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। আমায় ঘাড় ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। দুর্ব্যবহারও করেছে পুলিশ। দলের এক কর্মীর স্কুটারে যাওয়ার সময়েও আটকানো হয়েছে। হেঁটেই আমি ওনার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি।

সিএএ বিরোধী বিক্ষোভে উত্তপ্ত উত্তরপ্রদেশ। এর মধ্যেই রণংদেহী মেজাজে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। শনিবার সমস্ত পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার তথা সমাজকর্মী এসআর দারাপুরির সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। এরই মধ্যে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রিয়াঙ্কা। যোগী শাসনে উত্তরপ্রদেশে পুলিশি জোর জুলুম চলছে বলে তোপ দাগেন তিনি।

গত ১৯ ডিসেম্বর সিএএ বিরোধী আন্দোলন ঘিরে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল লখনউতে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সমাজকর্মী দারাপুরিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ দিন বিকেলে ধৃত সমাজকর্মীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার কর্মসূচি ছিল প্রিয়াঙ্কার। পুলিশের বাধার জেরে গাড়ি ছেড়ে এক সময় বাইকে করে গন্তব্যেরে পথে রওনা দেন তিনি। তাতেও সমস্যা মেটেনি। যার জেরে বাধ্য হয়ে হন্টন শুরু করেন।

যাত্রাপথে শহরের ১০৯০ নামক স্থানে পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। সেই বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়ার পরে পলিটেকনিক স্কোয়ারের কাছে ফের তার গতি রোধ করেন উর্দিধারীরা। আগে যাওয়া যাবে না বলে পুলিশের তরফে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনিও যে অত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নন, তা বুঝিয়ে দেন কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক। কি কারণে তাঁকে পথে আটকান হচ্ছে, উপস্থিত পুলিশকর্তাদের কাছে জানতে চান। সে সময় পুলিশের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর রীতিমতো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তীব্র শীতের কামড়ে জবুথবু গোটা রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। তীব্র শীতের কামড়ে জবুথবু গোটা রাজ্য। এ শীতে সবচেয়ে বেশি কষ্টের মধ্যে থাকেন ফুটপাত ও গএরামীণ এলকায় বসবাসকারী দরিদ্র সীমার নিচের অংশের মানুষ। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তাদের কাছে শীতবস্ত্র কেনা অনেকটাই বিলাসিতার মতো।

তবে সমাজ থেকে এখনও হারিয়ে যায়নি মূল্যবোধ ছোঁয়া দিতে এগিয়ে আসছেন অনেক মানুষ। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কিছু করার মনোবাসনা নিয়ে চিরাগ সোসাইটি নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে তুলেছেন আগরতলা কয়েকজন যুবক। তাদের পেশা ভিন্ন ভিন্ন এক জায়গায় মিল রয়েছে, তাহলো সমাজের জন্য কিছু করা। এ ইচ্ছে থেকে তারা সম্প্রতি একটি শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান কর্মসূচি কর্মসূচি পালন করেন আগরতলা থেকে খানিকটা দূরে নরেন্দ্র নগর মুড়াপাড়া শীতবস্ত্র বিতরণ করেন তারা। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক কমল মল্লিক বলেন, তারা সব মিলিয়ে ইতোমধ্যে প্রায় ৫০০টি শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন। তিনি বলেন, কিছু তারা নিজেদের দেওয়া অর্থে কিনেছেন এবং কিছু সংগ্রহ করা হয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে নেশা কারবারি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ ডিসেম্বর।। শনিবার সন্ধ্যায় বিশালগড় থানাধীন বাইপাস রোডে কয়েকজন সচেতক যুবক নেশাকারবারের সাথে যুক্ত ব্যাক্তিকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। আটক ব্যাক্তির নাম সুরজীৎ দেয়ানজি। বয়স আনুমানিক তেতাল্লিশ। সুরজীতের কাছ থেকে প্রচুর পরিমানে এসকফ সিরাফ, ইয়াবা ট্যাবলেট সহ অন্যান্য নেশাসামগ্রি পেয়ে সচেতক যুবকরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশের কাছে সে সবকিছু স্বীকারও করে নেয়।

ইন্দো-বাংলা সম্পর্কউচ্চতার চরম শিখরে

ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তর উপকৃত হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। ইন্দো-বাংলা সম্পর্ক উচ্চতার চরম শিখরে পৌঁছেছে। তাতে উপকৃত হবে ত্রিপুরা-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল। শনিবার আগরতলায় একটি বৈদ্যুতিন চ্যানেলের অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর বিশ্বাস, এই সম্পর্কের আরও উন্নতি হবে। উভয় দেশের সরকার এক্ষেত্রে আন্তরিক ভূমিকা গ্রহণ করছে।

এদিন তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ত্রিপুরার হৃদয়ের সম্পর্ক রয়েছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া এই সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়ে উঠছে। তাতে, ত্রিপুরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে। তাঁর দাবি, আগামী মার্চ-এপ্রিল নাগাদ ফেণী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হলে দক্ষিণ ত্রিপুরা বাণিজ্যিক এলাকায় রূপান্তরিত হবে। কারণ, সেখানে তৈরি হচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, রেল সামগ্রীর ওঠা-নামা করার কেন্দ্র ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, সমস্ত দিক মিলিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরার ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

তিনি মনে করেন, ওই অঞ্চলের উন্নতির মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার অর্থনীতি অনেক উপকৃত হবে। সাথে তিনি উভয় দেশের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই সময়ে রাজ্যে লগ্নি বৃদ্ধি পেয়েছে। সিডি রেশিও ৫৬ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়াই এর প্রমাণ বহন করে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ওই অঞ্চলের মধ্যে জলপথে যোগাযোগ স্থাপনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে রেলে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার ২৮ ডিসেম্বর।। ফের রেলে কাটা পরে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের মৃত্যু দুর্ঘটনা, নাকি আত্মহত্যা তা ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার শান্তিকলোনি গান্দান এলাকায় রেল লাইনের উপর এক যুবকের দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় জনগণ। সম্ভবত সাব্রুম-আগরতলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের নীচে পড়ে যুবকটি কাটা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরবাজার থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শান্তিরবাজার হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

এ-বিষয়ে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের পরিচয় মিলেনি। স্থানীয় জনগণও তাকে শনাক্ত করতে পারেননি। স্থানীয়দের বক্তব্য, ওই যুবক আশপাশের এলাকার নন। পুলিশের কথায়, মৃতদেহ এখন শান্তিরবাজার হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এদিকে ওই যুবকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে নাকি রেলের নীচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা প্রায়ই ঘটছে ত্রিপুরায়। কখনও দুর্ঘটনায়, আবার কখনও রেলের নীচে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করছেন মানুষ। রেল লাইনে মৃত্যুর মিছিলকে আটকানোর কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছে না প্রশাসন।

বিক্রির জন্য পাচারকালে কাঞ্চনপুরে ১২টি কুকুর উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৮ ডিসেম্বর।। বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় ১২টি কুকুর-সহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। প্রত্যেকটি কুকুর দুই থেকে আড়াই হাজার টাকায় বিক্রির জন্য স্থির হয়েছিল, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে ধৃত দুই যুবক।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর থানার ওসি পরিতোষ দাস জানিয়েছেন, গভীর রাতে পাচারের সময় কুকুর-সহ দুই যুবক পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। তিনি জানান, গতকাল গভীর রাতে জয়শ্রী আউটপোস্ট এলাকায় বিভিন্ন গাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। ওই সময় টিআর ০৩ এইচ ০২৯৪ নম্বরের একটি গাড়ি দ্রুতবেগে নাকা পয়েন্ট অতিক্রম করে যেতে চাইছিল। তখন গাড়িটি থামিয়ে তল্লাশি করেছি। তাতে ১২টি কুকুর উদ্ধার হয়েছে, বলেন তিনি। পরিতোষবাবু বলেন, গাড়িতে চালক-সহ আরও এক যুবক ছিল। দুজনকেই আটক করা হয়েছে। তিনি জানান, গাড়ির চালক বিজয় জমাতিয়া (২৭) এবং অপর যুবকের নাম নেহানজয় রিয়াং বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইপিএফটি বিধায়কের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি নারী সমিতির, তদন্ত চলছে, জানালো পুলিশ

বধূ নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। বধূ নির্যাতনে অভিযুক্ত রাইমাভ্যালি কেন্দ্রের আইপিএফটি বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। নারী সমিতি শনিবার ত্রিপুরা পুলিশের পশ্চিম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে এক ডেপুটেশন প্রদান করেছে। এ-বিষয়ে পশ্চিম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিতাভ পাল জানিয়েছেন, বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত চলছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা মিললেই তাঁকে গ্রেফতার করা হবে।

প্রসঙ্গত, আইপিএফটি বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেও মামলা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলায় চাপে পড়ে প্রেমিকাকে তিনি বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবার বিধায়কের বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী বধূ নির্যাতনের মামলা করেছেন। ওই মামলায় শাসক জোট শরিক দলের বিধায়ক হওয়ায় পুলিশ ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি বধূ নির্যাতনে অভিযুক্ত বিধায়ককে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। নারী সমিতির সদস্য মিতালি ভট্টাচার্য বলেন, পুলিশ বিধায়কের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা নিয়েও তাঁকে গ্রেফতার কেন করছে না সে প্রশ্নের জবাব চেয়েছি। তাঁর দাবি, ওই মামলায় মনে হচ্ছে পুলিশ ভীষণ চাপে রয়েছে। তাই রাজনীতির রং না দেখে পুলিশ নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুক তা চাইছে নারী সমিতি। তিনি বলেন, বিধায়ককে অবিলম্বে গ্রেফতার করার জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে বিজেপির মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত বলেন, আইনি পথে বধূ নির্যাতনে অভিযুক্ত বিধায়কের বিচার হবে। তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগে সত্যতা থাকলে তিনি নিশ্চয় সাজা পাবেন। পাপিয়া দত্তের দাবি, পুলিশ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুক।

অন্যদিকে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী দেবযানী লস্কর এ বিষয়ে বলেন, নির্যাতিতা মহিলার পাশে রয়েছে কংগ্রেস। তবে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্টেশনে দাঁড়ানো ট্রেনে ইঞ্জিনের ধাক্কা, দুমড়ে-মুচড়ে গেছে বগি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। গাফিলতির কারণে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন রেল যাত্রীরা। শনিবার ধর্মনগর স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ধর্মনগর-শিলচর ট্রেনে পেছন থেকে একটি রেলের ইঞ্জিনের ধাক্কায় পেছনের বগি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে সাংবাদিকরা। তাঁরা হুমকির মুখে পড়েন। রেল কর্মীরা এ ঘটনা সম্পর্কে মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

আজ ভোর ৫-টা নাগাদ ধর্মনগর রেলস্টেশনে বিকট আওয়াজে অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শান্টিং করার সময় রেলের একটি ইঞ্জিন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা শিলচরগামী ট্রেনের বগিতে সজোরে ধাক্কা মেরেছে, এতে একটি বগি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এদিন ধর্মনগর স্টেশনের ১ নম্বর লাইনটি খালি রাখা ছিল দূরপাল্লার ট্রেনের জন্য। ৩ নম্বর লাইনে দাঁড়ানো ছিল ধর্মনগর-আগরতলা প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ২ নম্বর লাইনে দাঁড়ানো ছিল ধর্মনগর-শিলচর প্যাসেঞ্জার। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, হঠাৎ রেলের একটি ইঞ্জিন ২ নম্বর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ধর্মনগর-শিলচর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ধাক্কা

মারে। বিকট আওয়াজ হয়। ইঞ্জিনের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া অন্তিম বগিতে মালপত্র ছিল, তাই কোনও যাত্রী আহত হননি।

এ-বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে রেল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিষ্ঠা দিবসে কংগ্রেসের কাছে চাপের রাজনীতির রসদ সিএএ ও এনআরসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কাচে চাপের রাজনীতির রসদ বলেই মনে হচ্ছে। কারণ প্রতিষ্ঠা দিবসে এই ইস্যুতেই মাঠ গরম করছে প্রদেশ কংগ্রেস। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায়ও শনিবার কংগ্রেসের ১৩৫-তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রদেশ কংগ্রেস মূলত মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তেজি করার সংকল্প নিয়েছে।

এদিন আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস মুখ্য কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর পূর্বজদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শপথবাক্য পাঠ করেন কংগ্রেস কর্মীরা। প্রদেশ কংগ্রেস সদর কার্যালয় থেকে এদিন একটি মিছিলও বের হয়েছে। মিছিল শেষে পথসভায় দলের অস্থায়ী সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস

প্রতিষ্ঠা দিবসে সিএএ ও এনআরসি ইস্যুতে কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল রাজধানী আগরতলায়। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। কারণ, এদিন কংগ্রেস ভারত বাঁচাও, সংবিধান বাঁচাও এবং গণতন্ত্র বাঁচাও স্লোগান তুলে ময়দানে নেমেছে।

প্রদেশ কংগ্রেস নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং এনআরসির বিরোধিতায় মিছিল সংগঠিত করেছে আজ। পথসভায় প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাপক হারে গবাদি পশু পাচার প্রভাবিত হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর/চড়িলাম, ২৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যে গবাদি পশু চুরি ও পাচার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিশালগড়ে গভীর রাতে একটি দোয়ালগাভি এবং বাছুর নিয়ে পালিয়েছে চোরের দল। অন্যদিকে, কাঞ্চনপুরে গবাদি পশু পাচারের সময় এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরায় গবাদি পশু রক্ষণাবেক্ষণে পুলিশের আরও কঠোর নজরদারির প্রয়োজন বলে দাবি উঠেছে। এদিকে, ব্যাপকহারে গবাদি পশু পাচার হওয়ার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। ত্রিপুরা কৃষি নির্ভর রাজ্য। এখানে কৃষকদের হালচাষ করার ক্ষেত্রে গবাদি পশু বড় পুঁজি। একই সাথে গৃহস্থের পরিবারে গবাদি পশু অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে মজবুত করে।

শুক্রবার গভীরে রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে কাঞ্চনপুর মহকুমায় দশদা থেকে ফটিকরায় যাওয়ার পথে টিআর ০২ জি ১৭১৮ নম্বরের বলেরো পিকআপ গাড়ি থেকে ১০টি গবাদি পশু উদ্ধার করেছে পুলিশ। চালক মফিজ উদ্দিন চৌধুরীকেও পুলিশ আটক করেছে। কাঞ্চনপুর থানার ওসি পরিতোষ দাস জানিয়েছেন, গবাদি পশু পরিবহণে মফিজ উদ্দিন চৌধুরীর কাছে কোনও বৈধ কাগজ ছিল না। এমন-কি ওই গবাদি পশু কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার সদুত্তর দিতে পারেননি গাড়ির চালক। তাই তাকে আটক করা হয়েছে।

তিনি বলেন, নিয়ম অনুসারে জরিমানা দিলে তাকে থানা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। অন্যথায় তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। কাঞ্চনপুর থানার ওসির কথায়, এই অঞ্চলে সম্প্রতি গবাদি পশু পাচার বেড়েছে। তবে, পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৮১ ◘ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ১২ পৌষ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

রহস্য মৃত্যু বাড়িতেছে

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এমন বলিবার খুব সুযোগ আছে মনে হয় না। কিন্তু, প্রতিনিয়ত রাজ্যে রহস্যজনক মৃত্যুর মিছিল। শুক্রবার পরপর তিনটি রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় জনমনে প্রশ্ন উঁকি দিয়াছে। গত ২১শে ডিসেম্বর বন্ধুদের সঙ্গে টাকারজলায় ট্রিং উৎসব দেখিতে গিয়াছিল বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী কলোনীর বাসিন্দা সঞ্জীব দেববর্মার ছেলে অনিকেত দেববর্মা। শুক্রবার দক্ষিণ চড়িলামের রেল ব্রিজের নিচে নালা হইতে তাহার বস্তাবন্দী মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। এদিনই অপর ঘটনাটি ঘটে আগরতলা শহর সংলগ্ন জয়নগরের দশমীঘাট মহাবীর ক্লাব সংলগ্ন এক বৃদ্ধার জলে ভাসমান দেহ উদ্ধার করা হয়। এদিনই তৃতীয় রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে কমলাসাগর ফিসারী অফিসে। ফিসারী অফিসে নাইট গার্ড ফাঁসীতে আত্মহত্যা করে। একই দিনে তিনটি রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এমন বলিবার সুযোগ তেমন না থাকিলেও এই প্রশ্ন তো উঠিতেই পারে এত অত্যাচার ও খুনের ঘটনা বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? রাজ্যে গুপ্ত হত্যার ঘটনা বাড়িতেছে। সমাজে যখন স্বাভাবিক পরিস্থিতির অবনতি হয়, মানুষের মনে হতাশার আগুন জ্বলিয়া উঠে তখনই একদিকে খুন করার প্রবণতা যেমন বাড়ে তেমনি আত্মহত্যার ঘটনাও বাড়িতে থাকে।

ত্রিপুরায় আত্মহত্যার ঘটনা সম্প্রতি বাড়িয়াছে একথা বোধহয় অস্বীকারের সুযোগ নাই। রাজ্যে কি তাহা হইলে হতাশার কারণ ঘটিয়াছে? হতাশা হইতেই আসে আত্মহত্যার প্রবণতা। আজ গ্রাম পাহাড়ে জনমনে হতাশা বাড়িবে কেন? হতাশা হইতেই আসে আত্মহত্যার প্রবণতা। আজ গ্রাম পাহাড়ে জনমনে হতাশা বাড়িবে কেন? মানুষ কেন খুব তাড়াতাড়ি ভাঙ্গিয়া পড়ে। রাজ্য সরকার বেআইনী ই-রিক্সা বন্ধ করিয়া দিবার ঘোষণা দিবার পরে পরেই ই-রিক্সা চালক আত্মহত্যা করিয়াছেন। আত্মহত্যা করিয়াছেন কয়েকজন ছাঁটাই শিক্ষক। রাজ্যে একের পর এক গুপ্ত খুন ও রহস্যজনক আত্মহত্যার ঘটনা সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে তদন্ত ও পর্যালোচনা করা উচিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় ইহাই যে, গুপ্ত খুনের পিছনে সবচাইতে বড় কারণ নেশায় বিস্তৃতি। যতগুলি খুন হইয়াছে বা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়াছে তলাইয়া খোঁজ নিলে দেখা যাইবে ইহার পিছনে কাজ করিয়াছে মারণ নেশা। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও স্বীকার করিয়াছেন যে, ত্রিপুরা নেশার কবলে। নেশাগ্রস্তে ধলাই জেলা শীর্ষে। জনজাতিরাই সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁহার এই বক্তব্যের রেশ মিলাইতে না মিলাইতেই দেখা গেল মদের আসরে কত খুন হইতেছে। এই মাদক গ্রাসে কত সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় ইহা অন্তত স্পষ্ট বলা যাইতে পারে যে, রাজ্যে আত্মহত্যার ও খুনের ঘটনায় মধ্য গ্রাস বড় দায়ী। এরাজ্যে রাজনৈতিক খুনোখুনি নাই এমন বলা যাইবে না। কিন্তু, রাজনৈতিক খুনের চাইতে ভয়ংকর এই বিভিন্ন খুনের ঘটনা। যেসব খুনের পিছনে আছে ত্রিকোণ প্রেম ইত্যাদি।

খুনোখুনির এইসব ঘটনা সম্পর্কে রাজ্য পুলিশ ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে পর্য্যবেক্ষণ করা হইলে তাহা নিয়া সমাধানের পথ বাহির করা হইতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যে এইসব রহস্য মৃত্যু ও খুনোখুনির ঘটনা নিয়া ক্রাইম রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, প্রতিকারের তেমন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। ত্রিপুরা সরকার এক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ নিলে দেশে অনন্য নজীর সৃষ্টি হইতে পারে যাহা অনুকরণীয়। ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায় অপরাধ রোধে ইহা খুব ভাল উদ্যোগ হইতে পারে। ত্রিপুরায় সম্প্রতি পর্যটক আগমনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহিঃরাজ্যে প্রচারের সুফল কিছুটা অন্তত মিলিয়াছে। একটি রাজ্যের প্রগতি ও উন্নতি নির্ভর করে রাজ্যটা কতখানি শান্ত। ত্রিপুরায় মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, বিভিন্ন ভাস্কর্য্য ও নানা ঐতিহাসিক কীর্তি পর্য্যটকদের মন জুড়াইবে। মুগ্ধ হইবেন তাঁহারা। এর জন্য প্রয়োজন খুনোখুনির ঘটনা বন্ধ করা, শান্তি, অনাবিল শান্তিই আনিতে পারে ত্রিপুরার প্রগতি ও সমৃদ্ধি। শুধু কেন্দ্র হইতে কাড়ি কাড়ি টাকা আনিলে রাজ্য উন্নতির পথ বাইতে পারে না। নিজস্ব আয়ের সংস্থানও বাড়াইতে হয়। পর্য্যটকদের ভিড় লাগিয়া থাকিলে রাজ্যের অর্থনৈতিক চিত্রই পাল্টাইয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিত পর্য্যটকদের আকর্ষণ বাড়াইতে উদ্যোগী হইয়াছে। কিন্তু, শান্তির গ্যারান্টি দিতে হইবে রাজ্যকে। গুপ্ত হত্যা, রক্তের হোলি খেলা, অবৈধ পাচার ইত্যাদি বন্ধ করিতে হইবে। তাহা করিতে না পারিলে রাজ্যে পর্য্যটন সেই অবহেলা অবজ্ঞার অতলে তলাইয়া যাইবে। যাহারা ত্রিপুরাকে ভালবাসেন তাহারা নিশ্চয়ই নতুন ও শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখেন। শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা মুখের কথায় হইবে না। কাজ্যে প্রমাণ দিতে হইবে। ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার নিশ্চয়ই নতুন সমৃদ্ধ ত্রিপুরার স্বপ্ন সফলে উদ্যোগী হইবে।

দীর্ঘ দিন পর ডিভিসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিয়োগ

বাঁকুড়া, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : দেশের বিদুৎ উৎপাদন সংস্থা হিসাবে ডিভিসি অন্যতম। এই বিদুৎ সংস্থা বাঁকুড়া জেলার এক গর্ব কিন্তু এরকম এক সংস্থায় দীর্ঘদিন কোনও স্থায়ী চেয়ারম্যান নেই।নেই সদস্য সচিব ও টেকনিক্যাল সদস্য।এক কথায় মাথাহীন অবস্থায় রয়েছে ডিভিসি।যার ফলে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি ডিভিসির পক্ষে।

এ বিষয়ে সংস্থার কর্মী সংগঠন গুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি অমিত শ্রী বাস্তব এক নির্দেশিকা জারি করে পূর্বতন সদস্য সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায় কে পুনরায় স্বপদে বহাল রাখার নির্দেশ জারি করেছেন। ২০২২ সালে প্রবীর বাবুর অবসর নেওয়ার কথা।ততদিন পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকবেন।

বিমানবন্দরে এক যাত্রীর মলদ্বার থেকে উদ্ধার চারটি সোনার বার

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : শনিবার কলকাতা বিমানবন্দরে এক যাত্রীর মলদ্বার থেকে বার হয় চার চারটি সোনার বার। ওই যাত্রী এদিন পুণা যাওয়ার বিমান ধরতে গিয়েছিল কলকাতা বিমানবন্দরে।

বিমানবন্দরেই সোনা সমেত ধরা পড়ে সে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখছে যে এই চক্রে আর কারা কারা জড়িত। জানা গিয়েছে, সঞ্জু ভাসিতা নামে বছর আঠাশের ওই যুবকের হাঁটাচলা দেখে সন্দেহ হয় বিমানবন্দরে কর্তব্যরত নিরাপত্তা আধিকারিকের। তিনি বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করে দেন বিমানে ওঠার আগে যেখানে বডি স্ক্যান করতে হয় সেখানকার কর্মীদের। এরপর সঞ্জু বডি স্ক্যান করাতে নির্দিষ্ট স্থানে যেতেই তার মলদ্বারের কাছে ধাতব পদার্থের উপস্থিতি ধরা পড়ে। এর পর তাকে যাত্রীদের থেকে আলাদা করে অন্য ঘেরা জায়গায় নিয়ে গিয়ে দেহ তল্লাশি চালাতেই মলদ্বার থেকে বার হয় সোনার ৪টি বার। বারগুলি কার্বন পেপারে মুড়ে সেলোটেপ দিয়ে সঞ্জুর মলদ্বারে আটকানো ছিল। এর পর তাকে বিমানবন্দর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উদ্ধার হওয়া সোনার বাজারদর প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে।

গান্ধীজির আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সওয়াল উপ-রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশ এবং গোটা বিশ্বের জন্য জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রত্যেকের সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বলে জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। শনিবার সংসদ চত্বরে রাজ্যসভার জন্য ২০২০ সালের নতুন ক্যালন্ডারের উদ্বোধন করে উপ-রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, এবারের ক্যালেন্ডার মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তীর জন্য উৎসর্গকৃত। এবারের ক্যালেন্ডারে গান্ধীজির আদর্শ, বাণীর উদ্ধৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গান্ধীজির সত্য ও অহিংসার দর্শন অন্যান্য নেতাদের থেকে তাঁকে আলাদা পরিচিত প্রদান করে।

মা-বাবাকে অবহেলা ও মানসিক পীড়নে জেল

নারায়ণ দাস

শহরতলির ৮০ ছুঁই ছুঁই এক বৃদ্ধ হরিহর সরকার বললেন, যাক এবার মোদি সরকার একটি ভাল কাজ করল। বৃদ্ধ মা-বাবাদের সন্তানরা দেখভাল না করলে, তাদের পীড়ন এবং অত্যাচারকরলে, শাস্তির বিধান নিয়ে একটি বিল সংসদে পেশ হয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, বাবা-মায়েদের হেনস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটি হলেই ছয় মাসের জেল। সঙ্গে হতে পারে জরিমানাও। এ ব্যাপারে কড়া মনোভাব নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। হরিহরবাবু ছিলেন একজন ব্যাঙ্ক কর্মী। এখন অসবর জীবন । বয়সের ভারে ক্লান্ত, অবসন্ন। তাঁর স্ত্রীও অসুস্থ। এক ছেলে পুত্রবধূ ও এক নাতি নিয়ে তাঁর পরিবার। সচ্ছল। এই বয়সে তিনি ও তাঁর স্ত্রী একটু শান্তি খোঁজেন। চান একটি স্বস্তির জীবন। তা না মেলায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। কারণ তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূর আচরণ। ভাবছেন এখন তাঁরা পরিবারের বোঝা। কিন্তু কেন? এই বিল হয়ত এই বৃদ্ধবৃদ্ধার জন্য কিছু বলবে। উপায় দেখাবে।

এই বিলের জন্য সরকারকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। বিলের পাশ হওয়া নিয়ে নিশ্চয়ই আপত্তি জানাবেন সাংসদরা। বরং এই বিল আনার জন্য সরকারের উদ্যোগের প্রশংসাই করবেন তাঁরা। কারণ একটি সরকারি সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশে হাজার হাজার বৃদ্ধ মা -বাবারা এখন তাঁদের সন্তানসন্ততিদের দ্বারা শুধু অবহেলিত নন, তাদের ওপর অকথ্য পীড়ন সহ মানসিক নির্যাতন চলছে। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যখন তারা একটু সুখে শান্তিতে জীবন কাটাবেন, তখনই তারা নিগৃহীত হচ্ছেন। জোর করে ছেলেরা সম্পত্তি লিখিয়ে নিচ্ছে, অস্বীকার করলে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আত্মীয়স্বজনরাও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

এই অবস্থায় তাদের পথে পথে ঘুরে, অন্যের অনুগ্রহে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। এই অসহায় অবস্থা থেকে তাদের পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত ছিল না। পুলিশের সাহায্য চাইলেও তা পাওয়া যায় না, সুতরাং আইনের সাহয্য থেকে তারা বঞ্চিত। এই প্রেক্ষিতে সংসদে যে বিলটি পেশ হয়েছে তা যদি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় এবং প্রতিটি রাজ্যে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়, তাহলে এই অসহায় বৃদ্ধবৃদ্ধাদের হয়ত চোখেণ জল ফেলতে হবে না---কোর্টের দরজায় ঘুরতে হবে না। তারা অত্যাচার ও মানসিক পীড়নের হাত থেকে বেঁচে শেষের কয়েকটা দিন ভালভাবে একটু সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবেন।

বৃদ্ধ মা-বাবাদের ভরণপোষণের দায়িত্বে থাকা ছেলেরা অথবা অন্য কোনও নিকটজন, আকজাল নানাভাবে তাদের হেনস্থা করছেন। পুত্রবধূরাও শ্বশুর শাশুড়িদের পরিবারের বোঝা বলে মনে করছেন, তাঁদের নানাভাবে পীড়ন করছেন। এমনকী তাঁদের ত্যাগ পর্যন্ত করছেন। সমাজে একটি একটি গুরুতর সমস্যা। কোনও রাজ্য সরকারই এই বিষয়টি নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনা করেনি। কীভাবে জীবনের শেষ প্রান্তে আসা এই অসহায়দের একটু আনন্দ, স্বস্তি দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করেনি। ফলে দেখা যায় বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার পর, তারা অনেকেই কোটে কোর্টে ঘুরছেন প্রতিকার পাওয়ার আশায়। কিন্তু সবার পক্ষে আইনি সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া অর্থেরও প্রয়োজন। সুতরাং বেশিরভাগই না খেতে পেয়ে, চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে, মাথার ওপর ছাদ না থাকায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেফিরে ভিক্ষা করে অতিকষ্টে কিছুদিন বেঁচে থেকে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছেন। এটাই কি তাঁদের জীবনের পরিণতি? এটাই কী তারা আশা করে জীবন শুরু করেছিলেন? সমাজকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় মন্ত্রকের মন্ত্রী থাওয়ারচাঁদ গেহলট এই বিলটি সংসদে পেশ করে বলেছেন, সমাজে অত্যাচারিত। উৎপীড়িত, অবহেলিত বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মুখে একটি হাসি ফোটাতে এই বিল উপস্থাপিত হল। নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্য মেনটেন্যান্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অব পেরেন্সস অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স (অ্যামেডমেন্ট) বিল, ২০১৯। যদিও বিলটি কেন্দ্রীয় সরকারের তাই রাজ্যগুলি তা কীভাবে প্রয়োগ করবে এবং কতটা করবে তা তাদের বিবেচ্য বিষয়। কোনও কোনও রাজ্যে এ ব্যাপারে আইন আছে। বৃদ্ধ মা-বাবাদের ওপর অত্যাচার হলে, ছেলেরা পুত্রবধূরা তাদের দেখভাল না করলে, আইনে শাস্তির বিধান আছে। কিন্তু আইন থাকলেও তার প্রয়োগ দেখা যায় না। তাই পরিবারে মা-বাবাদের ওফর পীড়ন হলে এবং তাদের অবহেলা করলে, তারা নীরবে সহ্য করেন—প্রতিকার খুব কমই দেখা যায়। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় এই আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

যেহেতু যৌথ পরিবার এখন ভেঙে গেছে, সুতরাং কোনও পরিবারে মা-বাবা যদি ছেলে অথবা ছেলেদেরদ্বারা যদি নিগৃহীত হন, তাহলে তার প্রতিবাদ করা বা তাদের দেখাশোনা করার আর দ্বিতীয় কোনও সদস্য নেই। সুতরাং তারা অসহায় হয়ে পড়েন। পুত্রবধূরা মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কোনও চেষ্টা বা আগ্রহ দেখান না। ফলে সংসারে ঘোর অশান্তি নেমে আসে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃত্বে থাকা একজন শিক্ষক বললেন, তারা একটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারে বাবা-মায়েদের নিয়ে অশান্তি লেগে আছে। ছেলেরা, তাদের স্ত্রীরা শ্বশুর শাশুড়ির যত্নআত্তি তো করেননি, না, উল্টে সংসারে তারা না থাকলেও, হয়ত ভাল হত শান্তি পাওয়া যেত, এই মনোভাব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলে অথবা ছেলেরা বাড়িঘর, বিষয় সম্পত্তি, তাঁর বা তাঁদের নামে লিখে দেবার জন্য বাবার ওপর চাপ দিতে থাকেন। এই চাপের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটা সময় চলে আসে যখন এই ব্যাপারটি নিয়ে পরিবারে চরম অশান্তি নেমে আসে। তখন মা-বাবার ওপর নির্যাতন ও অবহেলা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, শিক্ষিত পরিবার, যে পরিবার সম্পদশালী, সেই পিরাবারেই বৃদ্ধ মা বাবারা বেশি অবহেলিত। তাদের ওপর পীড়ন বেশি। পরিবারের মান রক্ষার্থে এই অবহেলা ও অযত্নের কথা বাইরে কাউকে তারা বলতে পারেন না সুতরাং কষ্ট হলেও, মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও, তাদের সহ্য করে চলা ছাড়া উপায় নেই। এই সমীক্ষায় উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাকপুরের মোহনপুর ও শিউলির গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন অন্তত ১০০ পরিবারের চলার ওপর তাঁরা খোঁজখবর নিয়েছিলেন। বেশিরভাগ পরিবার সচ্ছল---অর্থের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু শান্তি নেই। আর শান্তি নেই, বৃদ্ধ মা-বাবাদের পরিবারের বোকা বলে মনে করায়। বেশ কয়েকটি পরিবারে ছেলেরা বাবাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে তাদের নামে বাড়ি ছেলেদের নামে লিখে দিতে। বাবারা বলছেন, তাঁরা এখন অবহেলিত লিখে দিলেই তারা অবাঞ্ছিত হবেন এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে বলে মনে করেন। তাই শত প্ররোচনা সত্ত্বেও এই কাজটি তাঁরা এখন করছেন না। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পকিচালক বললেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা মর্মস্পশী। তাঁরা নিজ চোখে দেখেছেন, বৃদ্ধ অশক্ত মা-বাবার কীভাবে অবহেলিত, নিগৃহীত হচ্ছেন। আর এই নিগ্রহের পিছনে পুত্রবধূদের অবদান সবচাইতে বেশি। তাঁরাই সংসারে অশান্তি ডেকে এনেছেন। তাঁর বিশ্বাস, যৌথ পরিবার থেএক এই বৌয়েরা এলে শ্বশুরবাড়িতে এসে মানিয়ে চলার ক্ষমতা তাঁদের অনেক বেশি থাকে।

তবে আঁধারেও আলো । তিনি জানালেন, এই ১০০ পরিবারের মধ্যে অন্তত দশটি পরিবার পেয়েছেন, যেখানে বুদ্ধ মা বাবারা শান্তিতে জীবনযাপন করছেন। ছেলে। পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনিদের নিয়ে তাঁরা সুখেই দিন কাটাচ্ছেন।

সংসদে পেশ করা এই বিলে বলা হয়েছে, যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর ভরণপোষণেণ আওতায় থাকা বাবা-মাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেনস্থা করেন, অথবা তাঁদের ত্যাগ করেন, সেক্ষ্যেত্রে ওই ব্যক্তির সর্বোচ্চ ছয়মাস জেলকিংবা ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুটো শাস্তিই হতে পারে। শারীরিক নিগ্রহ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন অপরোধের আওতায় আসবে। বয়স্ক নাগরিকদের অভিযোগের ফয়সালা করতে ট্রাইবুনাল গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ৮০ বছরের বেশি বয়সীদের অভিয়োগের নিষ্পইত্ত ৬০ দিনের মধ্যে করতে হবে। অপরদিকে কমবয়সী বাবা-মায়ের অভিযোগের সুরাহা করতে ৯০ দিন সময় দেওয়া হবে। অপরদিকে কমবয়সী বাবা-মায়ের অভিযোগের সুরাহা করতে ৯০ দিন সময় দেয়া হবে। বিলে বলা হয়েছে বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানদের এমন আচরণ করতে হবে যাতে তারা সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন। সন্তানহীন বয়স্ক নাগরিকদেরদেখার ভার আত্মীয়জ্জনদের ওপর দেওয়া হবে। মৃত্যুর পর তাঁদের সম্পত্তির অধিকার পেতে পারবেন আত্মীয়েরা।

বয়স্ক নাগরিকদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার জন্য প্রতিটি থানায় একজন পুলিশ অফিসার থাকবেন---পরমর্যাদায় তিনি এসআইয়ের চেয়ে কম ননন। একই ভাবে দেশের প্রতিটি জেলায় পুলিশের বিশেষ ইউনিট গঠন করা হবে এই ইউনিট বয়স্ক নাগরকিদের স্বার্থে কাজ করবে। কমপক্ষে ডিএসপি পদমর্যাদার কোনও অফিসারের দায়িত্ব থাকবেন।

বয়স্ক নাগরিকদের জন্য সব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বিশেষভাবে চিহ্নিত শয্যা রাখার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

বিলটি হয়ত সংসদের এই অধিবেশনেই পাশ হয়ে যাবে। তারপর তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলে আইনে পরিণত হবে। তবে আইড় করলেই শুধু হবে না, আইনের প্রয়োগ যাতে যথাযথ হয়, তাও দেখা বিশেষ জরুরি। কোনও কোনও রাজ্যে আইন আছে বৃদ্ধ মা-বাবাদের প্রতি অবেহলা পীড়ন ঠেকাতে। রয়েছে অবেহেলাকারীদের শাস্তির বিধানও। কিন্তু তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চরম গাফিলতি। তাহলে আর আইন করে লাভ কী? কেন্দ্রীয় সরকারের এই আইনও যদি সেইভাবে প্রয়োগ না হয়, তাহলে প্রতিকারের রাস্তা কিন্তু রুদ্ধই থাকবে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পুরনো বোতলে পুরনো মদ

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

সর্বকালে সর্বদেশে মান্যগণ্যবরেণ্য মহাপুরুষরা সমাজকে ধারণ করে থাকেন। এই ধরনের সমাজপতির াগরিবের দুঃখে বিশেষভাবে কাতর হন। তাদের কষ্টের কথা বর্ণনা করতে করতে চোখের জলও ফেলতে পারেন।

তবে সমাজে যেমন ভালো লোক আছেন, তেমনই কিছু মন্দ লোকও তো আছে। গরিবের দুঃখে ভালো লোকেদের কাতরতাকে মন্দ লোকেরা মায়াকান্না বলে নিন্দা করতে ছাড়ে না। অবশ্য তাতে ভালো লোকেরা হতোদ্যম হন না।

রাষ্ট্রেপতি রামনাথ কোবিন্দ মহাশয়ের একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে ওই রকম ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা আছে। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মহাশয় বলেছেন, আইনি ব্যবস্থা এতই মাগ্গি যে তা আম আদমি নাগালের মধ্যে পায় না। হক কথাই বলেছেন, রাষ্ট্রপতি। তবে তার এই উপলব্ধিতে নতুনত্ব নেই। কারণ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক আগেই বলে গেছেন, আইন তো এক তামাশা মাত্র। বড়লোক ছাড়া কেউ সেই তামাশা উপভোগ করতে পারে না।

সুতরাং রাষ্ট্রপতি মহাশয় এই বিষয়ে যা বলেছেন তাকে পুরনো বোতলে পুরনো মদ বললে ভুল হয় না। কথা হচ্ছে, যুগ যুগ ধরে এই বিষয়ে বিভিন্নজন একই কথা বলছেন। কিন্তু তার প্রতিকার হচ্ছে কই?

শুধু কী গরিবরা? মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, এমনকী ধনী ব্যক্তিরাও বিচার চেয়ে আইনি জাতাকলে পড়ে খাবি খেতে থাকে এ কথা তো রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের জানা থাকা উচিত। কারণ তিনি নিজেই একজন আইনজীবী ছিলেন।

আমরা অনেকেই শুনেছি, কেউ কাউকে অভিশাপ দিতে হলে যে সব বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে তার মধ্যে একটি হল আইন আদালত সম্পকিত। বলা হয়, তোর ঘরে মামলা ঢুকুক।

মানে হচ্ছে, মামলা শুরু হয়। কিন্তু শেষ হতে বড় বেশি সময় লেগে যায়। এত বেশি সময় লাগে যে, বিচারব্যবস্থার ওপর মানুষের বিশ্বাস চলে যায়। তার ভয় হয়, বেঁচে থাকতে আদালত থেকে তার ন্যায়বিচার পাওয়া হবে না। এমনটা অনুভব করেছিলেন বলে এক সময়ের নামজা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টেন বলেছিলেন, বিচারের বিলম্ব হওয়ার মানে বিচার দিতে অস্বীকার করা।

ভারতের আইনি ব্যবস্থায় এটাই ব্যাপকবাবে ঘটে চলেছে। নিম্নতম আদালত থেকে শীর্ষ আদালত পর্যন্ত মোট কত কোটি মামলা বিচারের জন্য হা-পিত্যেস করে অপেক্ষা করছে তার সঠিক হিসাবে এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে সংখ্যাটা যে কোটি কোটি তা নিশ্চিত। এই সমস্যার কারণগুলি এবং সেগুলি সমাধানের ব্যবস্থ্য নিয়ে রাষ্ট্রপতি মহাশয় বিধান দিলে গরিব -বড়লোক নির্বিশেষে সকল বিচারপ্রার্থী উপকৃত হতেন।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, কোটি কোটি মামলা গতিহারা হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকার একাধিক কারণ আছে। কোনও কারণটাই অন্য কারণের থেকে ছোট নয়। এক এক করে বলি। বিচারকের অভাব। যত মামলা তার দ্রুত সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করার উপযুক্ত সংখ্যায় বিচারক নেই। ফলে বকেয়া মামলার সংখ্যা বাড়ছে তা বাড়ছেই।

তাছাড়া যত বিচারক আছেন তাঁদের মধ্যে একটি অংশের দক্ষতা ও কর্তব্যপরায়ণতা নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন আছে। মামলার গতি ঢিলে হওয়ার একটি অন্যতম কারণ। মামলা নিষ্পত্তিতে এত সময় লাগব অন্যতম খলনায়ক শুনানির জন্য দিনের পর দিন পড়া। বাদী প্রতিবাদী উভয় তরফের কাছে দিন পড়া একটি ভয়ঙ্কর আতঙ্কের বিষয়।

দিন পড়া মানে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট দিনে শুনানি না হওয়া । তার জন্য নতুন করে দিন পড়া। বিচারকের অনুপস্থিতিতে নির্দিষ্ট দিনে শুনানি মুলতুবি হয়ে যেতে পারে। আবার দেখা যায়, বিচারপতি এজলাসে হাজির কিন্তু এক পক্ষের উকিলবাবু কোনও গুরুত্বপূর্ণ বা অতি তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে শুনামি মুলতুবির আরজি পেশ করলেন। প্রতিপক্ষের উকিলবাবু তাতে তেমন জোরালো বা আদৌ আপত্তি করলেন না। বিচারকও শুনানি মুলতুবি করার আর্জি মঞ্জুর করে কয়েক মাস পরে শুনানির দিন ধার্য করলেন। মাঝখান থেকে কিছু লোকের পকেট ভারী হল এবং কিছু লোকের পকেট হালকা হল।

শুনানি মূলতুবির জন্য আর্জি পেশ করার সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য কারণ আছে কিনা বিচারক তা বিচার করে নির্দেশ দেন বলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মনে না হওয়ার কারণ ঘটে। মূলতুবির আর্জি পেশ করা এবং তাতে আপত্তি না করায় কোনও সেটিংয়ের খেলা আছে কিনা বিচারকের তাও বিচার করা দরকার।

যথেষ্ট সংখ্যায় বিচারকের অভাব মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পক্ষে যে সমস্যা সৃষ্টি করে তার জন্য বিচারব্যবস্থা দায়ী নয়। দায়ী সরকার ও প্রশাসন। সরকারের এবং প্রশাসনের মনোযোগের অভাবে মানুষ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে খরচের ঠ্যালায় নাস্তনাবুদ হয়। গরিবের দুঃখে কাতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যার দ্রুত সমাধানে রাষ্ট্রপতি মহোদয় দু-চার কথা বললে মানুষ শান্তি পেত।

গণতন্ত্রের একটি স্তম্ভ আছে বটে তবে সেগুলির মধ্যে বিচারব্যবস্থা অগ্রগণ্য। বিলম্বিত বিচারের কারণেষ বিচারব্যবস্থার উপর মানুষ বিশ্বাস হারালে তা গণতন্ত্রকে আঘাত এবং বিপন্ন করে। তেমনটা ঘটা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষদেরপক্ষে উদ্বেগের বিষয়। এই বিষয়টি রাষ্ট্রপতিরচিন্তা ভাবনার তালিকায় নেই। তা থাকলে খরচের ধাক্কায় আইন সাহায্য নিতে আম আদমির অক্ষমতায় খেদ প্রকাশ করে তিনি দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতেন না। প্রকৃত জনদরদী আইনজীবী এবং নিঃস্বার্থ জনসেবকগণ এই ধারণায় পৌঁছেছেন উত্তেজিত মানুষ এবং কখনও কখনও পুলিশ যে নিজের হাতে আইন তুলে নেয় তা অকারণ নয়। বিচারে, তাদের মতে, অহেতুক এবং অত্যন্ত বেশি বিলম্ব হওয়াই তাদের এই কাজে প্ররোচিত করে। পুলিশের দ্বারা এনকাউন্টার হত্যা এবং আমআদামির গণপিটুনিতে খুনের পিছনে এই কারণটিই কাজ করে।

সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ভুয়ো সংঘর্ষে পুলশের দ্বারা হত্যা বা গণপিটুনিতে খুন করা কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। তা ঘটে চলেছে এবং কিছু মানুষ তা সমর্থন করে উল্লাসে মেতে উঠছে। ন্যায়সঙ্গত সময়ে ন্যায়বিচার দিতে বিচারব্যবস্থার ব্যর্থতার এটি একটি বড় নজির। একটি কল্পিত বিদেশি দৃষ্টান্ত প্রবাসী ইতালিয়ান নিউইয়র্কবাসী আমেরিগো বনসেরার কিশোরী মেয়েকে দুটি মার্কিন ছোকরা পিটিয়ে চোয়াল ভেঙে দিয়েছিল। বনসেরা ছিলেন আইনের শাসনে বিশ্বাসী। তাই ওই দুটি ছোকরাকে শায়েস্তা করতে তিনি নিজের হাতে আইন তুলে না নিয়ে আদালতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আদালত ওই ছোকরাদের অপরাধের সাজা দিতে পারল না।

এই অবিচারে বনসেরার মাথায় প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। সে একবার ভাবল, একটি পিস্তল কিনে ছোকরা দুটোর মাথার খুলি গুঁড়ো করে দেয়। কিন্তু না সে সাহস তার হল না। তাই সে গুণ্ডাদের সর্দার মাফিয়া সম্রাট ডন কার্লিওনির পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বিচার চাইল।

বনসেরা বিচার পেয়েছিল।ডন কার্লিওনির ধাড়ি গুণ্ডারা ওই দুটি কচি গুণ্ডাকে পিটিয়ে আধমরা করে দিয়েছিল এখন নিশ্চয়ই বোঝা গেল, ন্যায়সঙ্গত সময়ে ন্যায়বিচার দিতে আদালতে ব্যর্থতাই মানুষকে নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়ার অন্যায় পথে ঠেলে দেয়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

সন্ত্রাস-দুর্নীতি সমাজকে বিপর্যস্ত করে রেখেছে: জিএম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৮।। স্বাধীনতার পূর্ণ সুফল মানুষ ভোগ করতে পারছে না বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় পার্টি (জাপা)-এর নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের। তিনি বলেন, দেশের রাজনীতিতে শূন্যতা বিরাজ করছে। সহমর্মিতা ও সহনশীলতার রাজনৈতিক প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও মাদক এখনও সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে রেখেছে।

শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দলটির নবম সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।সম্মেলনে কাউন্সিলরদের কণ্ঠভোটে দলীয় গঠনতন্ত্র সংশোধন করে জাপার প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদকে দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক করা হয়। তবে, সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না রওশন এরশাদ। তিনি কেন আসেননি, তা নিয়ে জাপার চেয়ারম্যান, মহাসচিব বা প্রেসিডিয়াম সদস্যদের কেউ কিছু বলেননি। তবে, সম্মেলনে একপর্যায়ে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ তার বক্তব্যে জিএম কাদেরকে চেয়োরম্যান ঘোষণা দেন। তখন উপস্থিত নেতাকর্মীরা তাকে দালাল-দালাল বলে সম্বোধন করেন। এসময় আনিসুল ইসলাম বলেন,আমি বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদের নির্দেশে জিএম কাদেরকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করছি।

জাপার সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে একমাত্র উপস্থিত ছিলেন দলটির জোটসঙ্গী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি এখনও আসেনি অভিযোগ করে জিএম কাদের বলেন,আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণে এখনও অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে।জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ছাড়াই সম্মেলন হচ্ছে উল্লেখ করে জিএম কাদের বলেন,তাকে ছাড়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই শূন্যতা শুধু এই সম্মেলনেই বিরাজ করছে না, গোটা দেশ ও জাতি তার অভাব অনুভব করছে। এরশাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।বক্তব্যের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে জিএম কাদের বলেন, তিনি এই বাংলাদেশ সৃষ্টি করে আমাদের একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করেছেন। আমি স্মরণ করছি গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকেও। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে জাপার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উল্লেখ করে দলটির চেয়ারম্যান বলেন,সে পরিপ্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে দেশের জন্য ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রত্যেক নেতা-কর্মী-সমর্থককে প্রস্তুত হতে হবে। সেই পথ চলার একপর্যায়ে অনুষ্ঠিত হলো এই সম্মেলন। এখান থেকে অঙ্গীকার নিয়ে দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়তে হবে। গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।জাপা নেতিবাচক রাজনীতি করে না বলে উল্লেখ করে জিএম কাদের বলেন, আমাদের অতীতের সফলতা এখনও জাতি স্মরণ করে। জাতি হতাশা থেকে মুক্তি চায়, জাতি স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সুস্থ-স্বাভাবিক সামাজিক পরিস্থিতি চায়। দেশবাসী মনে করে, তাদের এই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে জাপা। অতীতের ৯ বছরে আমরা তার প্রমাণ দিয়েছি।

এ সময় জিএম কাদের ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা/বিকেন্দ্রীকরণ, ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়া, কৃষকের কল্যাণ সাধন, সন্ত্রাস দমনে কঠোর ব্যবস্থা, সারা দেশে পর্যায়ক্রমে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, ফসলি জমি সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা পদ্ধতির সংশোধন, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, সড়ক নিরাপত্তা, গুচ্ছগ্রাম পথকলি ট্রাস্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পল্লি রেশনিং চালু করা, শিল্প ও অর্থনীতির অগ্রগতি সাধন ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা।সম্মেলনে দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছাড়াও গঠনতন্ত্র সংশোধন করে ৭টি কো-চেয়ারম্যান, ৮টি অতিরিক্ত মহাসচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া তরুণ পার্টি, মোটর শ্রমিক পার্টি ও হকার্স পার্টিকে দলের অঙ্গ সংগঠনের মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে, জাপার কেন্দ্রীয় কমিটি কত সদস্যবিশিষ্ট হবে, তা জানানো হয়নি।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাপার প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার, গোলাম কিবরিয়া টিপু, অ্যাডভোকেট শেখ মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, ফখরুল ইমাম, কাজী ফিরোজ রশীদ, জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাবলু, মো. আবুল কাশেম, অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন খান, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, সাহিদুর রহমান, মুজিবুল হক চুন্নু, সালমা ইসলাম, সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, মীর আব্দুস সবুর আসুদ, হাজী সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন, এ টি ইউ তাজ রহমান, সোলায়মান আলম শেঠ, নাসরিন জাহান রত্না, আব্দুর রশীদ সরকার, মেজর (অব.) খালেদ আখতার, মুজিবর রহমান সেন্টু, সফিকুল ইসলাম সেন্টু, লে. জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা, ফখরুজ্জামান জাহাঙ্গীর, মো. মিজানুর রহমান, অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, সৈয়দ দিদার বখত, নাজমা আখতার, আব্দুস সাত্তার মিয়া, এমরান হোসেন মিয়া, মেজর (অব.) রানা মোহাম্মদ সোহেল, লিয়াকত হোসেন খোকা, সেলিম ওসমান প্রমুখ।

খালি কলসি বাজে বেশি তথ্যমন্ত্রী হাছান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৮।। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুক্ত করাসহ সরকারবিরোধী ''তুমুল'' আন্দোলনের ঘোষণাকে ''খালি কলসি বাজে বেশি'' বলে আখ্যা দিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ।

শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের চতুর্থ ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপি''র ''তুমুল আন্দোলন'' আমরা দেখেছি। তাদের যত সমাবেশ, নিজেদের মধ্যে মারামারিও তত। নেতাদের ওপর কর্মীদের আস্থা নেই। যে নেতারা বোরকা পরে আদালতে জামিন নিতে যান, তাদের ওপর কর্মীদের আস্থা না থাকাই স্বাভাবিক। তাদের আন্দোলনের ডাক শুনে মনে হয় এজন্যই বলে, খালি কলসি, বাজে বেশি।আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ আরও বলেন,খালেদা জিয়া কোনও রাজনৈতিক বন্দি নন যে তাকে আন্দোলন করে মুক্ত করা যাবে।বিএনপি''র আন্দোলন কার বিরুদ্ধে -প্রশ্ন রেখে হাছান মাহমুদ বলেন,দুর্নীতির দায়ে খালেদা জিয়াকে সাজা দিয়েছে আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে মুক্ত করতে বিএনপির আন্দোলনের হুমকি আইন ও আদালত অবমাননার শামিল।

গত বছরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে ঐক্যফ্রন্ট আহুত সমাবেশ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ঐক্যফ্রন্টের মধ্যেই ঐক্য নেই এবং তারা তাদের নিভু নিভু প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতেই সমাবেশের ডাক দিয়েছে। ঐক্যফ্রন্ট গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। নির্বাচিতরা শপথ নিয়েছে, এমনকি মহিলা এমপি কোটাও তারা পূর্ণ করেছে। এমপি হিসেবে সংসদ থেকে সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আবার সেই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলা তাদের নিজেদের সঙ্গেই প্রতারণার শামিল।বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার জাদুকরি নেতৃত্বে দেশ আজ জাতির পিতার স্বপ্নপূরণের পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে উল্লেখ করে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্য রফতানির দেশ, দুর্যোগে সাহায্য গ্রহীতা থেকে সাহায্য প্রদানকারী, গত এক দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশ্বের সর্বোচ্চ

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশ সংবিধানের কথামতো চলছে না : কামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৮।। দেশ সংবিধানের কথামতো চলছে না মন্তব্য করে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের আহ্বায়ক ও গণফোরাম সভাপতি ড় কামাল হোসেন বলেছেন, সবাই একটা পরিবর্তন চাচ্ছে।তিনি বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি সবাই একটা পরিবর্তন চাচ্ছে। পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। আমি বিশ্বাস করি আপনারা এখান থেকে গিয়ে সবাই পরিবর্তনের সৈনিক হিসেবে কাজ শুরু করবেন।

শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।নির্বাচন নিয়ে তামাশা করেছে সরকার উল্লেখ করে ড় কামাল বলেন, একতরফা নির্বাচনকে সরকার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ দাবি করলেও জনগণ অন্ধ নয়।তিনি আরও বলেন, দেশের মানুষের বিচারক্ষমতা আছে। আমি সবার কাছে বলছি যে কয়েকটি অনুষ্ঠানকে নির্বাচন বলে চালানো হয়েছিল সেটাকে নির্বাচন হিসেবে আমরা মেনে নিতে পারি না। আমি বলব যারা সরকারে আছেন ও তাদের সমর্থক তারা- এ রকম দাবি করে মনে করবেন না মানুষ অন্ধ, দেশের মানুষের মধ্যে সে বিচার করার ক্ষমতা নেই।ড় কামাল হোসেন বলেন, আমি সবচেয়ে বেশি আশাবাদী সেই সত্তরের দুর্দিনে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ বলছিল এমনকি একাত্তরেও বলছিল স্বাধীনতা অসম্ভব। কী করে হবে এটা হতে পারে না। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলাম। এটাই প্রমাণ করে বাংলার মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। এ কারণেই আমি বলি আমাদের নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে যে উন্নয়ন উন্নয়ন বলা হচ্ছে কিন্তু কত ঋণের বোঝা বাড়ছে? কত টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে এ গুলোর তথ্য পত্রিকায় পাবেন। তারা উন্নয়নের দাবি করছে সেটা করুক কিন্তু এসব ব্যাপারে সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের জবাবদিহিতা করার অধিকার রয়েছে।তিনি বলেন, উন্নয়ন উন্নয়ন উন্নয়ন!! এই উন্নয়ন যারা আমরা বয়স্ক লোক আইয়ুব খানের আমল দেখেছি তারা উন্নয়নের বক্তব্য শুনতে শুনতে আইয়ুব খানের পতন ও দেখেছি। এই উন্নয়নের কথা বলে বলে যে পতন হয় এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছিল ইয়াহিয়া খান ও আইয়ুব খানের সময়। যারা সবসময় এটা জোর দাবি করেছে যে উন্নয়ন উন্নয়ন উন্নয়ন!! কিন্তু তথ্যগুলো দেখান যাতে তথ্য দেখে বোঝার ক্ষমতা আছে। এই যে এতদিনের বোঝা বাড়ছে কেন? ঋণ নিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন বাড়ানো হচ্ছে কেন? কারণ ওদের খুশি করে যদি আরও কিছুদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়। কিন্তু এই ঋণের দ্বারা আমাদের রাজস্ব আয় কমে যাচ্ছে।সরকারের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নামার আহ্বান জানান তিনি।

জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রবের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় আব্দুল মঈন খান, জাতীয় পার্টি (জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদীন ফারুক, গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক আবু সাঈদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট মোহসীন রশিদ, বিকল্প ধারার মহাসচিব শাহ আহমেদ বাদল, জেএসডির সহ-সভাপতি তানিয়া রব, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, জেএসডির যুগ্ম-সম্পাদক শহীদউদ্দীন মাহমুদ স্বপন, নাগরিক ঐক্যর আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না ও বিকল্প ধারার সভাপতি নুরুল আমীন বেপারী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ছবি- নিজস্ব।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এমপিদের পদত্যাগের আহ্বান কাদের সিদ্দিকীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৮।। আগামী ৩০ ডিসেম্বরের আগেই জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এমপিদের পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ আহ্বান জানান তিনি।

কাদের সিদ্দিকী বলেন,বিএনপি, ২০ দল ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট যদি বর্তমান সংসদকে অবৈধ দাবি করে থাকেন তবে ঐক্যফ্রন্টের আট জন সংসদে গেছেন তারা কেন অবৈধ হবে না?তিনি বলেন,যদি সংসদ অবৈধ হয়েই থাকে, তাহলে ৩০ ডিসেম্বরের

ছয়ের পাতায়

ফিরে দেখা ২০১৯ : ৩৭০

অনুচ্ছেদ রদ থেকে সিএএ, মোদী সরকারের প্রত্যাবর্তন

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): বছর আসে বছর যায়। থেকে যায় শুধুই স্মৃতি। পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে এবার নতুনকে স্বাগত জানানোর পালা। প্রতিবছরই দেশজুড়ে তৈরি হয় ছোট-বড় নানা ধরনের খবর। স্মরণীয় হয়ে থাকে কিছু কিছু মুহূর্ত। বছর শেষে এমনই কিছু বিষয়ে আলোকপাত করেছে হিন্দুস্থান সমাচার।

পুলওয়ামা হামলা : ২০১৯ সালের শুরুতেই ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় রক্তাক্ত হয়েছিল ভূস্বর্গ। ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে, জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর কনভয়ে হামলা চালায় জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) সন্ত্রাসবাদীরা। ফিদায়েঁ হামলায় প্রাণ হারান ৪২ জন সিআরপিএফ জওয়ান। আহত ও জখমের সংখ্যা ছিল প্রচুরউ পুলওয়ামার সেই সন্ত্রাসী হামলা এখনও মনে রয়েছে দেশবাসীর।

বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক : পুলওয়ামা হামলার কয়েক দিনের মধ্যেই প্রতিশোধ নেয় ভারতীয় সেনাবাহিনীউ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ভোররাতে পুনরাবৃত্তি হয় সার্জিক্যাল স্ট্রাইকেরউ পুলওয়ামা হামলার ১২ দিন পর, মাত্র ২১ মিনিটে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম), হিজবুল মুজাহিদিন এবং লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠনের একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দেয় ১২টি মিরাজ ২০০০ যুদ্ধবিমানউ জঙ্গিদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে আকাশ থেকে নিক্ষেপ করা হয় ১০০০ কেজি ওজনের বোমাউ নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পেরিয়ে পাকিস্তানের বালাকোট, চাকোটি এবং মুজফফরাবাদে অবস্থিত জঙ্গিদের ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়উ ১২টি যুদ্ধবিমান থেকে ১০০০ কেজি ওজনের বোমার প্রত্যাঘাতে সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেওয়া হয় জঙ্গিদের ঘাঁটিউ জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জঙ্গি সংগঠনের কন্টোল রুমও ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ : ২০১৯ সালের সবচেয়ে তাতপর্যপূর্ণ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনউ কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন হয় নরেন্দ্র মোদী সরকারেরউ বিরোধীদের ঐক্য সত্ত্বেও, ২০১৯ সালের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএউ বিজেপি একাই পায় ৩০৩টি আসন (শতাংশের নিরিখে ৩৭.৩৬ শতাংশ) এনডিএ-র ঝুলিতে ৩৫৩টি আসন (৪৫ শতাংশ)উ বিরোধীরা ধরাশায়ী হয়ে যায়।

তিন তালাক বিল : ৩০ জুলাই ২০১৯উ সংসদের উচ্চকক্ষ লোকসভায় পাশ হয়ে তিন তালাক বিলউ এরপর রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সম্মতির পর আইনে পরিণত হয় এই বিলউ মুসলিম মহিলাদের ন্যায় দিতেই এই তিন তালাক আইনউ এতে কোনও মুসলিম স্বামী তাতণিক তিন তালাক দিলে তাঁকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অবরুদ্ধ কাশ্মীর, বন্দি রাজনৈতিক নেতারা : ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের আগে আচমকাই ল্যান্ডফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট, ব্রডব্যান্ড, কেবল-যোগাযোগের সমস্ত মাধ্যম বন্ধ করে দেওয়া হয় কাশ্মীরেউ উপত্যকায় জারি করা হয় ১৪৪ ধারাউ ফারুখ আবদুল্লা, ওমর আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতি-সহ বহু রাজনৈতিক নেতাদের গৃহবন্দী করে রাখা হয়উ ধীরে ধীরে অবশ্য ছন্দে ফিরেছে ভূস্বর্গউ ২৭ ডিসেম্বরই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের কার্গিল জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৭০ ধারা বাতিল : নতুন করে জম্মু ও কাশ্মীর 'পুনর্গঠন'-এর পথে অগ্রসর হয় নরেন্দ্র মোদী সরকারউ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করে কেন্দ্রীয় সরকারউ ৫ আগস্ট নতুন আইন এনে জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানকারী ৩৭০ ধারা ও সংবিধানের ৩৫-এ অনুচ্ছেদ বাতিল করে কেন্দ্রউ ফলে নতুন করে সূচনা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাসউ একইসঙ্গে কাশ্মীর থেকে লাদাখকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছেউ ভারতীয় মানচিত্রে দু'টি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের।

অসমে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) : ৩১ আগস্ট ২০১৯। উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসম প্রকাশিত হয় জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-র চূড়ান্ত তালিকাউ ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন ৩ কোটি ১১ লক্ষ মানুষ (৩,১১,২১,০০৪ জন মানুষ)। বাদ পড়েন ১৯ লক্ষ (১৯,০৬,৬৫৭ জন মানুষ) মানুষ। উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসমের পর রাজধানী দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এনআরসি-র দাবি ওঠে।

চন্দ্রযান ২ : সাফল্য না মিললেও, ২০১৯ সালে ভারতের গর্বের বিষয় ছিল চন্দ্রযান-২উ ২০১৯ সালের ২২ জুলাই দুপুরে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ওছজ্রঝ ঞ্জজ্ঞ-জজ্জজ্জ-ঞ্ঝ (বাহুবলী : জিএসএলভি মার্ক থ্রি রকেট) রকেটের পিঠে চেপে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ভারতের চন্দ্রযান-২উ তৈরি হয় ইতিহাসউ চন্দ্রযান-২ মিশনের ৪৮ তম দিনে, (চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে গড় দূরত্ব ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার) চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রাখার কথা ছিল বিক্রম ল্যান্ডারেরউ ৭ সেপ্টেম্বর সফট ল্যান্ডিংয়ের পরিবর্তে চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়ে বিক্রমউ হতাশ হন দেশবাসীউ

ভারতীয় বায়ুসেনার নতুন প্রধান আর কে সিং ভাদুরিয়া, ২৬ তম এআইএফ চিফ হিসেবে গ্রহণ করেন দায়িত্ব

২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ভারতীয় বায়ুসেনার নতুন প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এয়ার চিফ মার্শাল রাকেশ কুমার সিং ভাদুরিয়াউ দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর, রাকেশ কুমার সিং ভাদুরিয়া হন ভারতীয় বায়ুসেনার ২৬ তম প্রধানউ ভারতীয় বায়ুসেনায় দীর্ঘ ৪১ বছরের কর্মজীবনের পর অবসর নেন এয়ার চিফ মার্শাল বীরেন্দ্র সিং ধানোয়াউ ধানোয়ার স্থলাভিষিক্ত হলেন রাকেশ কুমার সিং ভাদুরিয়া।

অযোধ্যা মামলা : ৯ নভেম্বর ২০১৯উ দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীর টানাপোড়েনের অবসান হয় ওই দিনউ ৯ নভেম্বর বিতর্কিত অযোধ্যা মামলার রায়দান করে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চউ প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে, বিচারপতি এস আব্দুল নাজির, বিচারপতি অশোক ভূষণ এবং বিচারপতি ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, অযোধ্যার ২.৭৭ একর বিতর্কিত জমিতেই নির্মাণ হবে রাম মন্দিরউ মুসলিমরা মসজিদ নির্মাণের জন্য অযোধ্যাতেই বিকল্প ৫ একর জমি পাবেনউ বিতর্কিত জমিতে রাম মন্দির নির্মাণ করতে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে ট্রাস্ট বানাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেউ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে অন্যত্র ৫ একর বিকল্প জমি দেওয়া হবেউ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে অযোধ্যার মধ্যেই বিকল্প ৫ একর জমি দিতে হবে কেন্দ্রকেউ পরে অবশ্য ১৮টি রিভিঠ পিটিশন দাখিল হয় সর্বোচ্চ আদালতেউ কিন্তু, সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে যায় রিভিউ পিটিশনউ

পিএনবি, ওরিয়েন্টাল ও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্তির ঘোষণা নির্মলার : ৩০ আগস্ট ২০১৯উ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সংযুক্তির ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণউ মিশে দেওয়া হয় পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক।

শবরীমালা মামলা : ১৪ নভেম্বর ২০১৯উ শবরীমালা মামলায় ভিন্নমত পোষন করেন দু'জন বিচারপতিউ ফলে সুপ্রিম কোর্টের বৃহত্তম বেঞ্চে চলে যায় শবরীমালা মামলাউ শবরীমালা নিয়ে ২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট গুরুত্ব দিয়েছিল নারী-পুরুষের সমানাধিকারকেউ পুরনো প্রথা ভেঙে শবরীমালার দরজা মহিলাদের জন্য খুলে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টউ ২০১৮-র ২৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ততালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ শবরীমালার দরজা ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সি মহিলাদের জন্য খুলে দিয়েছিলউ সেই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য প্রায় ৫০টি আর্জি জমা পড়েছিল সুপ্রিম কোর্টেউ ততালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে পাঁচজন বিচারপতির বেঞ্চে সেই সব আর্জির শুনানি হয় দীর্ঘ দিন ধরেউ কিন্তু, শবরীমালা মন্দিরে ১০-৫০ বছর বয়সি মহিলাদের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারেননি সুপ্রিম কোর্টের দু'জন বিচারপতিউ তাই শবরীমালা মামলা চলে যায় ৭ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চেউ

রঞ্জন গগৈ-এর অবসর, নতুন প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে : ১৮ নভেম্বর ২০১৯উ দেশের ৪৭ তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন শরদ অরবিন্দ বোবদেউ তিনি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেনউ ১৮ নভেম্বর থেকে ১৭ মাস ওই পদে থাকবেন বিচারপতি বোবদেউ

মহারাষ্ট্র-নাটক : ২৩ নভেম্বর ২০১৯ : ২২ নভেম্বর রাত পর্যন্ত সমস্ত কিছুই ঠিক ছিলউ সর্বসম্মতভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মহারাষ্ট্রে নয়া সরকার গড়বে শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেসের জোটউ মুখ্যমন্ত্রী হবেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরেউ কিন্তু, ২৩ নভেম্বর সকালে সমস্ত স্বপ্নই ভঙ্গ হয়ে যায়উ শিবসেনা, এনসিপি এবং কংগ্রেসকে জোরালো ধাক্কা দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশউ মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন এনসিপি-র অজিত পওয়ারউ তবে, সেই সরকার স্থায়ী হয়নিউ পদত্যাগ করেন ফড়ণবিশ ও অজিত পওয়ার।

দীর্ঘ নাটকের পর উদ্ধবের শপথগ্রহণ : ২৯ নভেম্বর ২০১৯উ মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে শুরু অন্য ঠাকরে যুগউ গেরুয়া পঞ্জাবি গায়ে মহারাষ্ট্রের 'মহা বিকাশ আগাড়ি' জোটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরেউ শপথ ঘিরে বিশেষ উতাহ ছিল শিবসেনা, কংগ্রেস ও এনসিপি-র মধ্যে।

পি চিদম্বরমের জামিন মঞ্জুর : ৪ ডিসেম্বর ২০১৯উ সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমউ আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপের দায়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দায়ের করা মামলায় পি চিদম্বরমকে জামিন প্রদান করেছিল সুপ্রিম কোর্টউ তবে, বেশ কিছু শর্তসাপেক্ষে।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) : ছিল বিল, সংসদের উভয়কক্ষে (লোকসভা ও রাজ্যসভা) পাশ হওয়ার পর এবং রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সম্মতির পর পরিণত হয়েছে আইনেউ হযা, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলই এখন আইনে পরিণত হয়েছেউ অ-মুসলিম (হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি ও খ্রিস্টান) সম্প্রদায়ের শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকবে নাউ এই নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে গোটা দেশউ সর্বাগ্রে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ হয়ে ওঠে উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসম ও ত্রিপুরায়উ বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ এবং কর্ণাটকে।

হায়দরাবাদ এনকাউন্টার : ৭ ডিসেম্বর ২০১৯উ হায়দরাবাদে তরুণী পশু চিকিতককে গণধর্ষণ-খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ৪ জনকে ওই দিন এনকাউন্টারে খতম করেছিল হায়দরাবাদ পুলিশউ ভোররাতে পুলিশি হেফাজত থেকে পালানোর সময় হায়দরাবাদ পুলিশের গুলিতে খতম হয় তরুণী পশু চিকিতককে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ৪ জনউ

পি চিদম্বরমের জামিন মঞ্জুর : ৪ ডিসেম্বর ২০১৯উ সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমউ আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপের দায়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দায়ের করা মামলায় পি চিদম্বরমকে জামিন প্রদান করেছিল সুপ্রিম কোর্টউ ফলে বুধবার জেল থেকে মুক্তি পেলেন পি চিদম্বরমউ তবে, শর্তসাপেক্ষে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

ইমতিয়াজের সঙ্গে শুটিং করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম'', ঃ আরিয়ান ?

সংবাদ প্রতিদিন ডিডিটাল ডেস্ক: কার্তিক আরিয়ান বরাবরই হাসিখুশি থাকতে পছন্দ করেন। বলিউডে থাকার কারণে তাঁকে নিয়ে গুজব কম রটেনি। কিন্তু সবকিছুই হাসিমুখে সামলেছেন কার্তিক। কখনও তাঁকে রাগতে দেখেনি কেউ। তাঁকে কেউ মেজাজ হারাতে দেখেনি। সাংবাদিকদের বেয়াড়া প্রশ্নের জবাবও মিষ্টি হেসে দিয়েছেন বরাবর। এমন এক অভিনেতা কিনা ''লাভ আজ কাল ২'' ছবির শুটিং করতে গিয়ে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন!২০০৯ সালে সইফ আলি খান ও দীপিকা পাড়ুকোনকে নিয়ে ইমতিয়াজ আলি বানিয়েছেন ''লাভ আজ কাল''। তারই সিক্যুয়েল ''লাভ আজ কাল ২''। তবে এই ছবিতে সইফ-দীপিকা নেই। রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান ও সারা আলি খান। এই প্রথমবার ইমতিয়াজদের সঙ্গে কাজ করছেন কার্তিক। অভিনেতা জানিয়েছেন, এই নিয়ে চাপা টেনশন তো ছিলই। এমন একজন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা তো আর কম কথা নয়। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে কার্যত ইমতিয়াজের ''প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন'' কার্তিক। তাই ছবির শেষ দৃশ্যে অভিনয় করার সময় কেঁদে ফেলেছিলেন অভিনেতা। সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে একথা জানিয়েছেন তিনি।কার্তিক এও জানিয়েছেন, অভিনেতা হিসেবে অনেক পালটে গিয়েছেন তিনি। এর সমস্ত কৃতিত্বটাই তিনি দিয়েছেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলিকে। এমনকী ইমতিয়াজের সংস্পর্শে এসে তাঁর চিন্তাধারাও পালটে গিয়েছে বলে জানান কার্তিক। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় আমি এখন সম্পূর্ণ একজন অন্য মানুষ। যবে থেকে এই ছবির শুটিং শুরু করেছি, তবে থেকেই অনেক বদলে গিয়েছি। অভিনয়ের ধরনে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনই ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্তন এসেছে অনেক।''জুলাই মাসে শুটিং শেষ হয়েছে ''লাভ আজ কাল ২''-এর। তবে ছবির নাম ''লাভ আজ কাল ২'' থাকবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ পরিচালক থেকে প্রযোজক, কেউই ছবির নাম কী হবে, তা এখনও চূড়ান্ত করেননি। তবে ইমতিয়াজের ছবিতে নাম পরিবর্তন নতুন কথা নয়। এর আগে ''জব উই মেট'' বা ''তামাশা''র ক্ষেত্রেও শেষ মুহূর্তে নাম পরিবর্তন হয়েছিল।

ফের সালমান খানের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানি

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিশা পাটানি।''ভারত'' ছবিতে তার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। কারণ দিশার স্বপ্ন ছিল, সালমান খানের সঙ্গে এক ফ্রেমে অভিনয় করা। তবে ''ভারত'' ছবিতে দিশা ছিলেন ছোট্ট একটি চরিত্রে। কিন্তু এবার সালমানের নায়িকা হিসেবেই দিশাকে দেখা যাবে।প্রভু দেবা পরিচালিত ''রাধে: ইয়োর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই'' ছবিতে দিশাকে দেখা যাবে। অভিনেত্রী দিশা বলেন যে, ''সালমান খান আমার কাছে সব সময়ই অনুপ্রেরণার। তাঁর সঙ্গে ''ভারত'' ছবিতে কাজ করে আমার স্বপ্ন সত্যি হয়। এখন আবার তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছি রাধে ছবিতে।''সালমান খানের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়। সেখানে ছবিটির শুটিং শুরুর একটি ছবি পোস্ট করেছেনসালমান। তাতে সালমান, দিশা, জ্যাকি শ্রফ, প্রভু দেবা, রণদীপ হুদা, সোহেল খান প্রমুখকে দেখা গিয়েছে। কোরীয় ছবি দ্য আউটলজ-এর রিমেক হবে রাধে। রাধে সিনেমাতেও সালমান খানকে পুলিশের চরিত্রে দেখা যাবে। ছবিটির মাধ্যমে আবার একসঙ্গে কাজ করলেন প্রভু দেবা ও সালমান। এর আগে ২০০৯ সালে ওয়ান্টেড এবং সম্প্রতি দাবাং থ্রি ছবিতে দুজন কাজ করেন একসঙ্গে। আগামী বছর ঈদে রাধে আসছে প্রেক্ষাগৃহে। ছবিটি প্রযোজনায় সালমান খানের ভাই সোহেল খান ও অতুল অগ্নিহোত্রি। গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ছবিটির শুটিং। সালমান খান নিজেই শুটিং স্পটের একটি ছবি টুইটারে পোস্ট করেছেন।এমনকি গান শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে ছবির শুটিং শুরু হয়েছে।এরপর মাসব্যাপী মুম্বাইয়ের মেহবুব স্টুডিওতে চলবে ছবির কাজ। দাবাং থ্রি ছবির প্রচারণার আগেই এই ছবির শুটিং শেষ করতে চান সালমান খান। কারণ, ডিসেম্বরেই মুক্তি পাচ্ছে দাবাং থ্রি।

কাদের খান থেকে গিরিশ কারনাড: ২০১৯-এ হারিয়ে যাওয়া রত্নদের মহানগরের শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিশেষ প্রতিবেদক: সিনেমাপ্রেমীদের কাছে ২০১৯-এর শুরুটা মোটেই ভাল কাটেনি। বছরের শুরুতেই আমরা অনেক বিশিষ্টজনদের হারিয়েছি। অভিনেতা থেকে শুরু অভিনেত্রী, পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক সকলকেই আমরা হারিয়েছি। তবে তাঁরা ছেড়ে চলে গেলেও সিনেমাপ্রেমীদের মনে এবং স্মৃতিতে সবসময় বিরাজমান থাকবে।কাদের খান: বেশ কয়েকমাস ধরে অসুস্থ ছিলেন অভিনেতা। এমনকি তাঁর ভুয়ো মৃত্যুর খবরও বেশ কয়েকবার শোনা গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু শেষমেষ ২০১৯-এর ১ জানুয়ারি তিনি আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে যান।এই দুঃসংবাদটি পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়। বলিউডের একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন কাদের খান। কমেডি ছবিতে তাক লাগিয়েছেন তিনি। একজন অভিনেতার পাশাপাশি লেখক, পরিচালকও ছিলেন কাদের খান। ''কুলি নম্বর ওয়ান'', ''মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি'', ''হিরো নম্বর ওয়ান'', ''দুলহে রাজা''-র মতো ছবি ছিল জনপ্রিয়।রমেশ ভাটকর: মারাঠি সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন তিনি। বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকেও অভিনয় করেছেন রমেশ ভাটকর। ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান।কলোনেল রাজ কাপুর: বিখ্যাত পরিচালক ছিলেন তিনি। শাহরুখের ''ফৌজি'' ধারাবাহিকের পরিচালক ছিলেন কলোনেল রাজ কাপুর। ১০ এপ্রিল মারা যান পরিচালক। পরিচালকের পাশাপাশি একজন অভিনেতাও ছিলেন। এমনকি শাহরুখ খান এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, তাঁর অভিনয়ের জীবনে একটি বড় অংশ হল কলোনেল রাজ কাপুর।ভীরু দেবগণ: বলিউডের জনপ্রিয় অ্যাকশন মাস্টার ছিলেন ভীরু দেবগণ। বেশ কয়েকটি হিন্দি সিনেমাতে অ্যাকশন পরিচালনা করেছেন তিনি। ১৯৭৪-এর ''রোটি কাপড়া অর মাকান'' দিয়ে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। এরপর একে একে ''মিস্টার নটওয়ারলাল'', ''ফুল অর কাটে''-তে অ্যাকশন মাস্টার ছিলেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৭ মে মারা যান তিনি। অজয় দেবগণের বাবা ছিলেন ভীরু দেবগণ।কমেডিয়ান ডিনয়ার: ''বাদশা'', ''খিলাড়ি'', ''বাজিগর''-এর মতো ছবিতে দর্শকদের খুব হাসিয়েছেন তিনি। এছাড়াও বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকে কাজ করেছেন। জানুয়ারিতে তিনি পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ৫ জুন তিনি মারা যান।গিরিশ কারনাড: দীর্ঘদীন ধরে তিনি বার্ধ্যকজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। ১০ জুন বেঙ্গালুরুতে তাঁর বসতবাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা। প্রখ্যাত নাট্যকর্মী এবং সমাজকর্মী ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। ১৯৭৪ সালে পদ্মশ্রী ও ১৯৯২ সালে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয় তাঁকে। চারবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কারও পান এই বর্ষীয়ান অভিনেতা।শিশু শিল্পী শিবলেখ সিং: ''সঙ্কোটমোচন হনুমান'', ''সসুরাল সিমার কা''-র মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল শিবলেখ সিংকে। ১৭ জুলাই একটি দুর্ঘটনায় মারা যান অভিনেতা।জে ওম প্রকাশ: ৬০-এর দশকের বিখ্যাত পরিচালক ছিলেন তিনি। ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন সকলেই তাঁর ছবিতে কাজ করেছেন। ৭ অগস্ট তিনি মারা যান।বিদ্যা সিনহা: বলিউড ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন তিনি। ''ছোটি সি বাদ'', এবং পাতি পাতনি অর ওহ''-তে কাজ করেছেন তিনি। বেশকিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন অভিনেত্রী। ১৫ অগস্ট তিনি মারা যান।মহম্মদ জায়ুর: বিদ্যা সিনহা মারা যাওয়ার কিছুদিন পরেই আমাদের ছেড়ে চলে যান বিশিষ্ট সুরকার মহম্মদ জায়ুর। ১৯ অগস্ট তিনি মারা যান।ভীরু কৃষ্ণান: ''রাজা হিন্দুস্তানি''-র গুলাব সিংয়ের কথা আমাদের প্রত্যেকেরই মনে আছে। অভিনেতার পাশাপাশি তিনি একজন নৃত্যশিল্পীও ছিলেন। বলিউডের একাধিক অভিনেত্রীরা তাঁর কাছ থেকে কথ্থকের প্রশিখণ নিয়েছেন। ৮ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান।ভিজু খোতে: ''শোলে'' ছবির কালিয়া-কে ভুলে গেলে কী করে চলবে? এই আইকনিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন ভিজি খোতে। সিনেমার পাশাপাশি বিভিন্ন ধারাবাহিকেও কাজ করেছেন। ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।সৌকত কাইফি: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। একজন অসাধারণ নাট্যকর্মী ছিলেন। ২২ নভেম্বর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।

জয়া বা রেখা নয়, এই মহিলাকেই নাকি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন অমিতাভ

ইন্ড্রাস্ট্রিতে নয় নয় করে ৫০টা বছর সসম্মানে এবং রাজকীয়ভাবে কাটালেন অমিতাভ বচ্চন। অক্টোবরেই শাহেনশাহর জন্মদিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় উপচে পড়েছিল শুভেচ্ছাবার্তা। আর এবার বলিউডে ৫০ বছর উপলক্ষ্যে বিগ-বি কে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বি-টাউনে হইহই। স্মৃতির সরণী বেয়ে চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই সব গুঞ্জনের কথা যা জড়িয়ে রয়েছে অমিতাভের নামের সঙ্গে।জয়া এবং রেখার সঙ্গে অমিতাভের কেমিস্ট্রি নিয়ে নানান কথা শোনা যায় কান পাতলেই। অনেকেরই মতে, জয়া এবং অমিতাভের মাঝে রেখা ঢুকে পড়লেও দাম্পত্য জীবনে এতোটুকু ভাঙন ধরতে দেননি এই দুই তারকা। অনেক উথাল-পাতাল হলেও আজও একই ফ্রেমে হাসি মুখে ধরা পড়ে দুটো মুখ। তবে শোনা যায়, ১৯৭৮ সালে একটি ম্যাগাজিনে সাক্ষাতকারে রেখা, তার এবং অমিতাভের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছিলেন, যা জয়ার একেবারেই পছন্দ হয়নি। এরপরেই নাকি জয়া রেখার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অমিতাভকে বাধা দিয়েছিলেন। আর দুই তারকার এক ফ্রেমে না আসার খবর চাপা থাকেনি। একটা চাপা টেনশন যে কোথাও কাজ করছে তা আঁচ করতেও সময় নেয়নি কেউ।তবে জয়া এবং রেখাকে নিয়ে বলিউডে প্রচুর গুঞ্জন শোনা গেলেও, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন অন্য এক মহিলাকে। বিশ্বাস না হলেও, বিনোদনের খবরে ভরপুর সংবাদ মাধ্যমে যারা একটু আধু খোঁজ রাখেন তাদের চোখে এর আগে নিশ্চয় পড়েছে এই বিষয়টি। এমনই কিছু ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন এক মারাঠী মহিলাকে। দুজনের সম্পর্ক এতোটাই দূরে এগিয়ে গিয়েছিল যে বিয়েও ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে বিয়ে ভেঙে যায়।শোনা যায়, অমিতাভ বচ্চনের কলকাতা ছেড়ে মুম্বই চলে যাওয়ার পিছনে নাকি এই বিচ্ছেদই দায়ী ছিল। কলকাতায় অমিতাভ যে সংস্থায় কাজ করতেন সেই সংস্থাতেই বিজয় সিং নামে এক ব্যক্তি কাজ করতেন। পরবর্তী কালে সেই ব্যক্তিই নাকি এই তথ্য তুলে ধরে। দীনেশ কুমার নামে অমিতাভের প্রাক্তন এক সহকর্মী জানান, কাজের জায়গায় খুবই একনিষ্ঠ ছিলেন অমিতাভ। অমিতাভকে তার ইস্তফা দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর সিনিয়রকে জানান কারণটা একান্তই ব্যক্তিগত।

মৌসুমী চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

য়েকদিন আগেই মেয়ে মারা গিয়েছে। সেই নিয়েই কয়েকদিন ধরে মিডিয়ার সামনে নিজের জামাইকেই দায়ি করছিলেন মৌসুমী চ্যাটার্জীর। গত ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাত দুটো নাগাদ মারা যান মৌসুমী চট্টপাধ্যায়ের মেয়ে পায়েল। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। ছোট থেকেই ডায়াবেটিক পেশেন্ট ছিলেন পায়েল। ২০১৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে বারবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় তাঁর।এর আগে মৌসুমী এবং তাঁর স্বামী জয়ন্ত অভিযোগ করেন, পায়েলের স্বামী ডিকি সিন্হা দেখভাল করেন না তাঁদের মেয়ের। এমনকি হাসপাতাল থেকে ২০১৮ সালে বাড়ি আনার পরে ডিকি, পায়েলের চিকিতসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ করেন মৌসুমী এবং তাঁর স্বামী। তাঁরা বলেন, সেসময় পায়েলের মানসিক চিকিতসারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেদিকে একেবারেই নজর দিতেন না ডিকি।

সিংঘম, সিম্বা ও সূর্যবংশী, আততায়ী খতম করতে এবার তিন তারকা বড়পর্দায়

একই স্ক্রিনে অজয় দেবগন, রনবীর সিং ও অক্ষয় কুমার! তিনজন তিনদিকে তাক করে আছেন বন্দুক। এটা হলে তবেই না সম্পূর্ণ হবে রোহিত শেট্টির ''পুলিশ দুনিয়া''। উঁহু, এখনই না, ২০২০- এর ২৭ মার্চ অবধি অপেক্ষা করতেই হবে। তবে তার এক ঝলক দেখতে হলে ইউটিউবে সার্চ করুন ''সূর্যবংশী অফিসিয়াল টিজার''। টিজার শুরু হচ্ছে বাজিরাও সিংঘম (অজয় দেবগন)-কে দিয়ে। তারপর এন্টি নিচ্ছেন সংগ্রাম সিম্বা ভালেরাও (রনবীর সিং)। শেষ হচ্ছে বীর সূর্যবংশী (অক্ষয় কুমার), সিংঘম ও সিম্বা ত্রয়ীর রোমহর্ষক দৃশ্য দিয়ে। ''সূর্যবংশী'' ছবিটি পরিচালক শেট্টির ''পুলিশ দুনিয়া''- এর চতুর্থ উদ্যোগ। এই তালিকার আগের তিনটিই ব্যপকভাবে হল মাতিয়েছিল। ২০১১- এর ''সিংঘম'' ২০১৪- এর ''সিংঘম রিটার্নস'' ২০১৮- এর ''সিম্বা''। ''সিম্বা''- এর শেষ দৃশ্যটি মনে আছে তো? যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো বুঝেই গিয়েছিলেন যে ''পিকচার অভি বাকি হ্যায় দোস্ত''। ছবির শেষে কালো সানগ্লাস পরে এক ঝলকের জন্য অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের আধিকারিক সূর্যবংশী দর্শককে নিজের মুখ দেখিয়েছিলেন। ''সিম্বা''- এর ১ বছরের জন্মদিন ছিল শনিবার ২৮ ডিসেম্বর। সেইদিনেই সিংঘম ও সিম্বার সঙ্গে এন্টি নিলেন বীর সূর্যবংশী। এই ছবিতে এই তিনের সঙ্গে দেখা যাবে ক্যাটরিনা কাইফকে। টিজার বেরনোর পরেই তিন অভিনেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন। যথারীতি, সোশ্যাল মিডিয়ায় মূহুর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল টিজারটি। তাহলে বুঝতেই পারছেন এই পুলিশ ত্রয়ী যেদিন বড়পর্দায় পা রাখবেন, সেদিন কী হবে!টিজার মুক্তির দিন পরিচালক ''গোলমাল ফাইভ'' ছবিরও ঘোষণা করে দিলেন। এই ছবিতেও অভিনয় করবেন অজয় দেবগন।অবশেষে সিএএ নিয়ে মুখ খুললেন অক্ষয় কুমার, দিলেন বিশেষ বার্তাঙ্খঞ্জ এর বিরোধিতায় গোটা দেশে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। সাধারন মানুষের একাংশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সিলেবরাও ঙ্খঞ্জ নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। এবার মুখ খুললেন অক্ষয় কুমার। তিনি বলেন বাম বা ডান যে পক্ষেই হোক না কেন। হিংসা বন্ধ করতে হবে। প্রতিবাদের নামে হিংসাত্তক কাজ করাও উচিত নয়। সরকারের সম্পত্তি নষ্ট করা অনর্থক বলে মন্তব্য করেন তিনি।তিনি আরও বলেন, আলোচনার মাধ্যমে সব মিটিয়ে নেওয়া উচিত। প্রতিবাদ করতে গিয়ে কখনোই ভাঙচুর করা বা আগুন জ্বালানো উচিত নয়। এদিকে জামিয়ায় পড়ুয়াদের উপর পুলিসের লাঠিচার্জের ভিডিয়োতে লাইক করে বিপাকে পড়েছিলেন অক্ষয় কুমার। পরে তিনি দাবি করেছেন, ভিডিওটিতে ভুল করে লাইক করে ফেলেছিলেন।

গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের মা হবেন ?

বিনোদন ডেস্ক : সন্তান মেধাবী ও বুদ্ধিমান হোক সব মায়েরাই তা চান। আর এটা নির্ভর করে অনেকটা মায়ের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর। যদি একজন মা পুষ্টিকর খাবার না খান তাহলে তার শরীরে যে ঘটাতি তৈরি হয় সেটা সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে। যেমন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, লোহা ইত্যাদির অভাব হলে শরীরে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। আর এর প্রভাব সন্তানের ওপর এসে পড়বে।মায়ের সঠিক খাবারের অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মা কী খায় সেটা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। গর্ভাবস্থায় আপনি এমন কিছু খাবার খেতে পারেন যা আপনার বাচ্চার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট) বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে ওর মস্তিষ্কের মাপ যে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ২৫ হয়। ২ বছর বয়সে সেটা বেড়ে হয় ৭৫ যা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। প্রথম দুই বছর সন্তানের জন্য দরকার মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ।আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের জন্মদিতে পারবেন।মাছ: স্যালমন, টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিড সমৃদ্ধ। এগুলো বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশেরজন্য খুবই জরুরি। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে দুবারের বেশি মাছ খায় তাদের সন্তানের বুদ্ধি বা আইকিউ বেশি হয়।ডিম: ডিম এ্যামিনো এ্যাসিড কোলিন সমৃদ্ধ, যাতে মস্তিষ্কের গঠন ভাল হয় ও স্মরণশক্তি উন্নতি হয়। গর্ভবতী নারীদের দিনে অন্তত দুটো করে ডিম খাওয়া উচিত যার থেকে কোলিনের প্রয়োজনের অর্ধেক পাওয়া যায়। ডিমে থাকা প্রোটিন ও লোহা জন্মের সময় ওজন বাড়িয়ে দেয়।দই: সন্তানের স্নায়ু কোষগুলো গঠনের জন্য আপনার শরীর প্রচুর পরিশ্রম করে। এ জন্য আপনার বাড়তি কিছু প্রোটিন লাগবে। আপনাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে যেমন : দই। দইয়ে ক্যালসিয়াম আছে যেটা গর্ভাবস্থায় লাগে।আয়রন: আয়রন খুবই দরকারি একটি উপাদান। যা সন্তানকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য। এই খাবারগুলো গর্ভাবস্থায় অবশ্যই খাওয়া উচিত। আয়রন আপনার গর্ভের সন্তানের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চিকিতসকের পরামর্শে আপনার আয়রনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত।ব্লুবেরি: ব্লুবেরির মত ফল, আর্টিচোক (ডাটা গাছ), টমেটো ও লাল বিন্সে এ্যান্টি ওক্সিডেন্ট থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় এই ফলগুলো আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যুকে রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে।ভিটামিন-ডি: এটা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েদের ভিটামিনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে তাদের বাচ্চার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। ডিম, চিজ, লিভার ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এছাড়া ভিটামিন-ডি এর ভাণ্ডার সূর্য্যের আলো তো আছেই।আয়োডিন: আয়োডিনের অভাব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে সন্তানের আইকিউ কম করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খান। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ডিম, দই ইত্যাদি খেতে পারেন।সবুজ শাক-সবজী: পালং শাক, ডাল ইত্যাদি ফলিক এ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়াও ফলিক এ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বি-১২- এর সঙ্গে খাওয়া উচিত।মস্তিষ্কের কোষ গঠনে ফলিক এ্যাসিড খুব প্রয়োজনীয়। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা গর্ভবস্থায় সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও আট সপ্তাহ পর অবধি ফলিক এ্যাসিড নিয়ে থাকে তাদের ৪০ শতাংশ অটিস্টিক সন্তান জন্ম দেয়ার আশংকা কম থাকে। তাই ফলিক এ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

মা মধু চোপড়ার জন্য খোলা চিঠি প্রিয়াঙ্কার

শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য সম্প্রতিহিউমানিটোরিয়ান পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে। আর এই পুরস্কারের কৃতিত্ব নিজের মা মধু চোপড়াকেই দিলেন দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।প্রিয়াঙ্কার লিখেছেন, '''' মা এটা সেটাই, যে শিক্ষা তুমি আমায় জীবনের শুরু থেকেই দিয়েছিলে আশাকরি আমি তোমার গর্বিত করতে পেরেছি। মা কে গর্বিত করে তোলার মত খুশি আর কিছুতে নেই।'''' নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে মা মধু চোপড়ার সঙ্গে ছবি পোস্ট করে একথাই লিখেছেন প্রিয়াঙ্কা।প্রিয়াঙ্কাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর স্বামী নিক জোনাস লিখেছেন, ''''তোমার জন্য গর্ব হচ্ছে। তুমি এর গুডউইল অ্যাম্বাসাডর হিসাবে কাজ করছ গত ১৫ বছর ধরে। তোমার কাজ প্রতিদিনই আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তোমার জন্য শুভেচ্ছা রইল।''''বহুদিন হল -এর গুডউইল অ্যাম্বাসাডর হিসাবে কাজ করছেন দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে কাজ করছেন শিশুদের অধিকার নিয়ে সম্প্রতি বার্ষিক স্নোফ্লেক বল বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। শিশুদের অধিকারে নিয়ে কাজ করার জন্য ড্যানি কায়ে হিউমানিটোরিয়ান পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় প্রিয়াঙ্কাকে। আর এই কৃতিত্বই প্রিয়াঙ্কা তাঁর মাকে দিয়েছেন।এবছর মেয়ে প্রিয়াঙ্কার জন্মদিন তাঁকে নিয়ে মুখ খুলেছিলেন মধু চোপড়া। প্রিয়াঙ্কার জন্মের সময় কিছু ঘটনা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে মধু চোপড়া জনিয়েছিলেন, ''''প্রিয়াঙ্কার জন্মের সময় ওর বাবা শহরে ছিলেন না। আমাকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে দৌড়াতে হয়েছিল। ও সিজারিয়ান বেবি। ওর জন্মের আগে এক নার্স আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি কী চাই। আমি বলেছিলাম মেয়ে। তিনি অবাক হয়ে বলেছিলেন সকলে ছেলে চায়, আর আপনি মেয়ে। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলাম, না আমি মেয়েই চাই। আর ওর চার মাস আগে থেকেই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরামর্শে আমি মেয়ে হলে নাম প্রিয়াঙ্কা রাখব ঠিক করেই রেখেছিলাম। ও ছোট থেকে টম বয় ছিল। ক্লাসে বরাবর প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হত। ও যখন কলেজে পড়ে তখন মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতা জেতে। এখন আমার আদরের মেয়ে অন্য কারোর হয়ে গিয়েছে।

শনিবার ডিএসও আগরতলায় এক র‍্যালী আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

জারিনের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার মেরি কমের

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিখাত জারিনকে হারানো পর মেরি কম হাত মেলাতে অস্বীকার করেন জারিনের সঙ্গে। শনিবার মহিলাদের ৫১ কেজি বিভাগের ট্রায়ালের ফাইনালে মেরি ৯-১ হারান প্রাক্তন জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জারিনকে। লড়াই জেতার পরে মেরি কম হাত মেলাতে অস্বীকার করেন জারিনের সঙ্গে। মেরি ও নিখাত জারিনের লড়াইয়ের পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, মেরি কম ম্যাচের শেষে নিখাত জারিনের সঙ্গে করমর্দন করতে অস্বীকার করছেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত না মিলিয়েই মেরি চলে যান রিংয়ের অন্য দিকে। পরে মেরি কম বলেন, "ওর সঙ্গে কেন হাত মেলাব? ও যদি মনে করে সবাই ওকে সম্মান দেখাবে, তা হলে সবার আগে ওর উচিত অন্যদের সম্মান করা। আমি এই ধরনের মানুষকে একদমই পছন্দ করি না। নিজেকে রিংয়ের ভিতরে প্রমাণ কর, রিংয়ের বাইরে নয়।" ম্যাচ হেরে জারিন ছ'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করার অভিযোগ এনেছেন। ম্যাচের ফল ঘোষণার পরেই জারিনের রাজ্য বক্সিং সংস্থার (তেলঙ্গানা) বেশ কয়েক জন প্রতিনিধি প্রতিবাদ জানান। বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট অজয় সিংয়ের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। দুই মহিলা বক্সারের লড়াইয়ের পরে যেমন একপ্রস্ত নাটক হল, তেমনই লড়াইয়ের আগেও হয়েছিল নাটক। রিংয়ে দু'জনে মুখোমুখি হওয়ার আগে থেকেই চড়ছিল পারদ।
বক্সিং ফেডারেশন অলিম্পিক্সের যোগ্যতা পর্বে নামার নিয়মে বেশ কিছু পরিবর্তন আনায় ক্ষুব্ধ ছিলেন নিখাত জারিন। বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি অজয় সিং ঘোষণা করেন, ট্রায়ালে না নেমে সরাসরি অলিম্পিকের যোগ্যতা পর্বে নামতে পারবেন মেরি। এটা ভাল ভাবে মেনে নিতে পারেননি জারিন। তিনি লড়তে চান মেরির বিরুদ্ধে। নিখাতের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মেরি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, রিংয়ে কারও বিরুদ্ধে নামতে তিনি ভয় পান না। মেরির বিরুদ্ধে নামার আগের দিন জারিনকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "মেরি নিজের সেরা ফর্মে নেই। এই দিনটার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করে আছি।" মেরি পাল্টা বলেছিলেন, "সাফ গেমসের পরে ওকে বহুবার হারিয়েছি। ওর সঙ্গে লড়া মানে নিয়মরক্ষা।

আইটিবিপির প্রধান কার্যালয়ে গেলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) শনিবার দিল্লিতে আইটিবিপির প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে গিয়ে চিন লাগোয়া ভারতীয় সীমান্তের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজ খবর নেন। এই উপলক্ষ্যে অমিত শাহ সঙ্গে ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যান্দ রাই এবং স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লা। দিল্লির লোধি রোডের সিজিও কমপ্লেক্সে অবস্থিত আইটিবিপির প্রধান কার্যালয়ে প্রায় চার ঘন্টা ছিলেন অমিত শাহ।
উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম আইটিবিপির প্রধান কার্যালয়ে এলেন অমিত শাহ।

রাষ্ট্রসংঘের নিন্দা প্রস্তাব পাসের সমালোচনা করল মায়ানমার

নেপিদ, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রসংঘের নিন্দা প্রস্তাব পাসের সমালোচনা করল মায়ানমার উ শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে রোহিঙ্গা মুসলিমসহ সংখ্যালঘু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে মায়ানমারের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পাস করেছে রাষ্ট্রসংঘ। এর প্রতিক্রিয়ায় মায়ানমার জানিয়েছে, এ প্রস্তাব দেশটির বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে নতুন করে অনাস্থা ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করবে।
১৯৩ সদস্যের মধ্যে ১৩৪ ভোটে পাস হয় প্রস্তাবটি। প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট পড়ে ৯টি। এছাড়া ২৮ সদস্য ভোট প্রদানে বিরত থাকে। সাধারণ অধিবেশনে পাস হওয়া এ নিন্দা প্রস্তাবে মায়ানমারের জন্য কোনও আইনি বাধ্যবাধকতার সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলেও প্রস্তাবে জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গাসহ সব ধরনের সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধে মায়ানমারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। যার প্রতিক্রিয়ায় মায়ানমার জানিয়েছে, এ প্রস্তাব দেশটির বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে নতুন করে অনাস্থা ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করবে।
উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের আগস্টে রাখাইনে মায়ানমার সেনাবাহিনীর অভিযান ও সহিংসতার মুখে সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গা পালিয়ে পার্শবর্তী বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। সে সময় রাখাইনে রোহিঙ্গারা নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ ও সহিংসতার স্বীকার হয়। ওই ঘটনায় গত নভেম্বর মাসে মায়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতে মামলা করে গাম্বিয়া, যে শুনানিতে হাজিরা দিয়েছেন দেশটির নেত্রী অং সান সু চি।

বাগদাদিকে হত্যার বদলা নিতে ১১ নাইজেরিয়াকে হত্যা করল আইএস

সেনেগাল, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : বাগদাদিকে হত্যার বদলা নিতে নাইজেরিয়ায় উগ্র জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস অপহৃত ১১ খ্রিস্টানকে গলা কেটে হত্যা করেছে। সূত্রের খবর, গত ২৬ ডিসেম্বর হত্যা করা এই ব্যক্তিদের আফ্রিকার দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বোরনো প্রদেশ থেকে গত কয়েক সপ্তাহে অপহরণ করেছিল আইএস। আইএসের মুখপত্র এক ভিডিও বার্তায় এই হত্যার চিত্র সামনে এসেছে উ এসময় তারা দাবি করেছে বাগদাদিকে হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল আপহৃত ওই ১১ জন। এ কারণে তাদের এভাবে খুন করে বাগদাদিকে হত্যার বদলা নেওয়া হয়েছে।
ইরাক ও সিরিয়ায় পরাজিত হওয়ার পর উগ্রবাদী ওই জঙ্গিগোষ্ঠী পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে তৎপর হয়ছে। বর্তমানে নাইজেরিয়া ও চাদের আশপাশে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করেছে আইএস। নাইজেরিয়ার প্রধান জঙ্গিগোষ্ঠী বোকো হারাম ২০০৯ সালে নৃশংস হামলা চালিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিল। পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যে আইএসের উত্থানে তারা ওই জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে। সেই আইএস-ই গত ২৬ ডিসেম্বার ওই নৃশংস হত্যাকান্ড চালাল দেশটিতে উ যা ধরা পড়েছে আইএসের মুখপত্র আমাকে প্রচারিত এক মিনিটের এক ভিডিওতেউ ওই ভিডিওতে দেখা যায়, চোখ বাঁধা অবস্থায় একজনকে গুলি করে হত্যার পর আরও ১০ জনকে গলা কেটে হত্যা করছে আইএস সদস্যরা। এ সময় তাদেরকে বলতে শোনা গেছে, আইএস নেতা বাগদাদিকে হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল আপহৃত ওই ১১ জন। এ কারণে তাদের এভাবে খুন করে বাগদাদিকে হত্যার বদলা নেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্র মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন কালিগঞ্জের বাগবাড়িতে

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে শনিবার বহু প্রতীক্ষিত রবীন্দ্র মেলা ও প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন হল কালিগঞ্জের বাগবাড়িতে। মেলার উদ্বোধন করেন তরুণ আইনজীবী তথা সাংবাদিক বিভাস বর্ধন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা শিবাশিস ভট্টাচার্য, টগর ভট্টাচার্য, কালিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি আনোয়ার হোসেন, মেলা কমিটির সভাপতি আমিনুর রশিদ, সম্পাদক রাজদীপ পাল, অমিত ভট্টাচার্য, প্রবীণ সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য প্রমুখ।
মেলার শুভ উদ্বোধনের পর আয়োজিত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে আইনজীবী বিভাস বর্ধন বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এই রবীন্দ্র মেলা মিলন মেলায় পরিণত হয়ে উঠুক।
গ্রামীণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই মেলা ও প্রদর্শনীতে যাতে কোনও দুষ্টচক্র অঘটন ঘটাতে সক্ষম না হয় এজন্য মেলা কমিটিকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।
এদিকে মেলা যেহেতু প্রতিদিন বিকেল চারটায় শুরু হবে এবং রাত আটটায় শেষ হয়ে যাবে তাই এলাকার স্কুল কলেজের পড়ুয়াদের কোনও সমস্যার সৃষ্টি হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।
এখানে উল্লেখ্য, বাগবাড়ি মটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থানে আয়োজিত এই মেলা ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। মেলায় শিশু থেকে প্রৌঢ় সবার চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দেশকে বিভ্রান্ত করছেন রাহুল, খোঁচা গিরিরাজের

রাঁচি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে পাল্টা রাহুল গান্ধীর নিন্দায় সরব হলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী গিরিরাজ সিং চৌহান। দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। যে কাজ মুঘল এবং ব্রিটিশরা করেনি। সেই কাজই করে চলেছে রাহুল গান্ধী, ওয়েইসি এবং বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি (টুকরে টুকরে গ্যাঙ) বলে দাবি করেছেন তিনি।
শনিবার রাঁচিতে ঝাড়খন্ডের রাজ্য বিজেপি দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে গিরিরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, সংসদের উভয় কক্ষে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন পাশ হওয়ার কংগ্রেস সহ বিরোধী দল, বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি দেশকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। পাকিস্তানে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানরা অত্যাচারিত হয়ে চলেছে। দুই নৌকায় পা দিয়ে দেশকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে কংগ্রেস। তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর কথা বলছে। ১৯৪৭ সালের ১২ জুলাই মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা মানুষদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত। ১৯৫০ সালে তৎকালীন কংগ্রেস নেতা সীতারাম পট্টরামাইয়াও একই কথা বলেছিলেন। গিরিরাজ আরও জানিয়েছেন, পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয়ে চলেছে। কিন্তু কংগ্রেস স্রেফ ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করে চলেছে। আয়ুষ্মান ভারত, উজ্জ্বলা যোজনায় নিয়ে কোনওরকমের ভেদাভেদ করা হয়নি। যদি কারও অসুবিধা হয়ে থাকে তবে তা কংগ্রেসের। এরাই(কংগ্রেস, ওয়েইসি) ৭০ বছর ধরে ৩৭০ ধারা ঝুলিয়ে রেখেছিল। রাম মন্দিরের বিরোধিতা করেছিল। ওয়েইসি জাতীয় সংগীতের অপমান করেছে। গিরিরাজ দাবি করেন যে প্রধানমন্ত্রী ভীত নন, উল্টে বিরোধীরা ভয় পাচ্ছে।

ঝাড়গ্রামে ক্যাব ও এনআরসির প্রতিবাদে অবস্থান ধর্নায় তৃণমুল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা

ঝাড়গ্রাম, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন বিধানসভায় ক্যাব এবং এনআরসির প্রতিবাদে অবস্থান ধর্নায় বসেন তৃণমুল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। এদিন বিনপুর বিধানসভার জামবনি ব্লকের গিধনিতে প্রতিবাদে অবস্থান ধর্নায় বসেছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল সভানেত্রী বিরবাহা সোরেন (টুডু) , ঝাড়গ্রাম জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা, জামবনি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নিশিথ মাহাত, বেলপাহাড়ি ব্লক তৃণমুলের সভাপতি বুবাই মাহাতো, বেলপাহাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাহালা হাঁসদা সহ প্রমুখ।
গোপীবলভপুর বিধানসভার প্রতিবাদ ধর্না অবস্থান হয়েছিল গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের গোয়ালমারা চকে। উপস্থিত ছিলেন গোপীবলভপুরের বিধায়ক চূড়ামনি মাহাতো,গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের তৃণমূল নেতা কালীপদ শুর সহ সাঁকরাইল এবং গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের বিভিন্ন নেতৃত্ব।এদিন এনআরসি, ক্যাবের প্রতিবাদে বেলপাহাড়িতে একটি মিছিল করে ব্লক যুব তৃণমূল নেতৃত্ব।বেলপাহাড়ি ব্লক যুব তৃণমূলের সভানেত্রী অনুশ্রী করের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিলটি হয়।এই মিছিলে বেলপাহাড়ির দশটি অঞ্চলের যুব সভাপতিরা অংশগ্রহণ করেন বলে জানিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। বিধানসভা ভিত্তিক ধর্না অবস্থান বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা বলেন 'রাজ্য জুড়েই প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে।এদিন বিনপুর বিধানসভার অন্তর্গত জামবনি ব্লকের গিধনিতে এনআরসি, ক্যাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ধর্নায় বসা হয়েছিল।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিস্টার সিটিকে হারিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল লিভারপুল

লিভারপুল, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ক্রমশ ধরাছোঁয়ার বাইরে যাচ্ছে লিভারপুল। বৃহস্পতিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ৪—০ ব্যবধানে লিস্টার সিটিকে হারাল লিভারপুল। এই জয়ের ফলে ১৮ ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকল জুরগেন ক্লপের দল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লিস্টার সিটির সঙ্গে তারা পয়েন্টের ব্যবধান বাড়িয়ে নিল। এক ম্যাচ বেশি খেলে লিস্টারের পয়েন্ট ৩৯। লিভারপুলের সঙ্গে লিস্টারের পয়েন্টের তফাত এখন ১৩। তৃতীয় স্থানে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তাদের ১৮ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট। চেলসি ১৯ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে। প্রথম পাঁচে এছাড়া রয়েছে টটেনহ্যাম। তাদের ১৯ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট। অন্য ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৪---১ ব্যবধানে হারিয়েছে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে। ১৭ মিনিটে শন লংস্টাফের গোলে নিউক্যাসল এগিয়ে যায়। ২৪ মিনিটে গোল শোধ অ্যান্টনি মার্টিয়ালের। এরপর ৩৬ ও ৪১ মিনিটে গোল করে প্রথমার্ধেই ম্যাঞ্চেস্টারকে ৩—১ এগিয়ে দেন ম্যাসন গ্রিনউড ও মার্কাস র্যাশিফোর্ড। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান বাড়ান মার্টিয়াল।

ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে তান্ডব চালাল দলমার দামালেরা

ঝাড়গ্রাম, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : জঙ্গলমহলের গোটা ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে তান্ডব চালাচ্ছে দলমার দামালেরা। যার ফলে শীতকালীন সবজি সহ অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছে। তাই হাতিকে এলাকা ছাড়া করা এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।
শনিবার লালগড় থানার মূলাপাড়া মোড়ে পথ অবরোধে সামিল হয় বাসিন্দারা। পথ অবরোধের জেরে ব্যাপক সমস্যায় পড়েন সাধারন মানুষজনেরা। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়া, মেদিনীপুরের চাঁদড়ার দিক থেকে প্রায় পঁত্রিশটি দলমা হাতির দল লালগড়ের বিভিন্ন জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।বনদফতর হাতির দলকে ড্রাইভ করার চেষ্টা করছে।কিন্তু ঘন কুয়াশার কারনে কদমখুন্ড, বামাল, মূলাপাড়া, জিরাপাড়া সংলগ্ন এলাকার জঙ্গলে দিকভ্রস্ট হয়ে যায়।এদিকে দিকভ্রান্ত হাতির দল জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের জমিতে নেমে এসে শীতকালীন আলু, সরষের ব্যাপক ক্ষতি করেছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ গত দু থেকে তিনদিনের মধ্যে প্রায় পনেরো কুড়ি বিঘা জমির উপর হামলা চালিয়ে জমির দফারফা করে দিয়েছে।এদিকে কৃষকদের অভিযোগ হাতির হামলায় যে পরিমাণ ক্ষয় ক্ষতি হচ্ছে সেই তুলনায় ক্ষতিপূরণ মিলছে কম।এদিন সকাল থেকে এলাকা থেকে দলমা হাতির দলকে সরানোর দাবিতে এবং ক্ষতিপূরণের দবিতে শুরু হয় পথ অবরোধ।সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই অবরোধের ফলে এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।উল্লেখ্য গত কয়েক দিন ধরেই ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম , সাঁকরাইল , জামবনি সহ বিভিন্ন এলাকাতে হাতির তান্ডবে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।পাশা পাশি কুয়াশার কারনে হাতির দলকে ড্রাইভ করতে সমস্যায় পড়ছে বনদফতর।আবার যখন তখন হাতি বেড়িয়ে আসার করনে মানুষ এবং হাতি মুখো মুখি হচ্ছে।বেশ কয়েকটি জায়গাতে হাতির সামনে পড়ে বাইক ভাঙার ঘটনা ঘটেছে ।অতিরিক্ত কুয়াশার কারনে দৃশ্যমানতা কম হওয়ার জন্য নিত্যদিন দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।এদিকে বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে হাতির খাদ্যাবাস পরিবর্তন হওয়ার ফলে এরা জঙ্গলের খাবারের থেকে জমির খাবার বেশি পছন্দ করছে।যারা কারনেই এরা জঙ্গলে না থেকে জমিতে নেমে আসছে।এরফলে নিত্যদিন জমির ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বেড়েই চলেছে।

ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেন-র শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাঁচি গেলেন মমতা

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবিবার দেশের কনিষ্ঠতম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঝাড়খণ্ডে শপথ নিতে চলেছেন ভূমিপুত্র হেমন্ত সোরেন। হেমন্ত সোরেনের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আজ শনিবার রাঁচি রওনা হলেন তিনি। মমতার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা বিভিন্ন অবিজেপি দলের নেতাদেরও। গত ২৩ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেস, জেএমএম, আরডেজি জোটের জয়ের রাস্তা প্রশস্ত হতেই ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা হেমন্তকে টুইটারে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর রবিবার সূত্রের খবর, আমন্ত্রণপত্র পৌঁছেছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, নেতা রাহুল গান্ধীর কাছে। পাশাপাশি হেমন্ত তাঁর শপথ অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এনসিপি নেতা শরদ পওয়ার, বিএসপি নেত্রী মায়াবতী, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের। রবিবার রাঁচিতে কারা এসে হাজির হবেন, তা অবশ্য এখনই বলা যাচ্ছে না। মায়াবতী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীদের উপস্থিতি নিয়ে সংশয় থাকলেও প্রণব মুখোপাধ্যায় হাজির থাকবেন বলেই এখনও সূত্রের খবর।

কোটি হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুর অভিনন্দনবার্তা এক মাসের মধ্যে প্রধামন্ত্রীকে পাঠাবে বিজেপি

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের এক কোটি হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুর অভিনন্দনবার্তা এক মাসের মধ্যে প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে পাঠানো হবে। শনিবার সন্ধ্যায় বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান।
সায়ন্তনবাবু বলেন, প্রতিবেশি দেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে ইতিমধ্যে দলের তরফে অভিনন্দন যাত্রা একাধিক স্থানে হয়েছে। আগামীকাল এ রকম যাত্রা হবে বনগাঁর চাঁদপাড়ায়। তাতে দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও কেন্দ্রীয় নেতা অরুণ সিংয়ের থাকার কথা। সায়ন্তনবাবু বলেন, সোমবার অভিনন্দনযাত্রা হবে কোচবিহারে। সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই ও মুকুল রায়ের থাকার কথা।

মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ বিজেপি-র

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে বিজেপি টাকা নিচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করল বিজেপি। শনিবার সন্ধ্যায় বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু এ ব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলন করেন।
শুক্রবার কলকাতায় প্রকাশ্য সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ

ছয়ের পাতায়

চক্রান্ত করে কল্যাণীর বিজেপি কর্মীকে খুন, অভিযোগ দাদা-মায়ের

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : চক্রান্ত করে কল্যাণীর বিজেপি কর্মী মঙ্গল চৌধুরীকে তৃণমূলের ছেলেরা খুন করেছে বলে অভিযোগ করলেন তাঁর মা ও দাদা। খুন হওয়া ১৮ বছরের মঙ্গলের বাড়ির পাঁচজন শনিবার বিজেপি-র রাজ্য দফতরে এসে সাংবাদিকদের কাছে এ ব্যাপারে বিশদ অভিযোগ করেন।
২৪ অক্টোবর রাতে কল্যানীর চর্যাজীরা গ্রামের বাড়ি থেকে মঙ্গলকে তার এক বন্ধু ডেকে নিয়ে যায়। মঙ্গলের দাদা মনোজ মা সুকুমারী ও বাড়ির লোকেদের পাশে বসিয়ে অভিযোগ করেন, "ওকে টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। অথচ প্রথম থেকেই এটি পুলিশ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলে চালানোর চেষ্টা করছে। খুনের ১০ মিনিটের মধ্যে বস্তায় ভরে মৃতদেহ লোপাটের চেষ্টা হয়েছিল। আমরা দ্রুত অকুস্থলে পৌঁছে যাওয়ায় আততায়ীরা সেটা পারেনি।"
মনোজবাবুর অভিযোগ, "বসার জায়গা নিয়ে কিছু তৃণমূল সমর্থকের সঙ্গে মঙ্গলের ক'দিন আগে বিরোধ হয়েছিল। থানায় পুলিশি মধ্যস্থতায় তার নিষ্পত্তি হয়। কিছু ছেলে মঙ্গলকে দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিতে বলে। মঙ্গল তাতে রাজি হয়নি। এর পর তাকে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষে তৃণমূল। এ ব্যাপারে মহাদেব মাহাতো, শম্ভু মাহাতো ও জনক মাহাতোর নামে এফআইআর করা হয়েছে। খুনের

ছয়ের পাতায়

রাহুলের মন্তব্য অশালীন, দাবি রাকেশ সিনহার

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিজেপি এবং আরএসএসের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন ওয়ানাডের সাংসদ রাহুল গান্ধী। পাল্টা রাহুলের নিন্দায় সরব বিজেপি সাংসদ রাকেশ সিনহা। রাহুল গান্ধী নিজের বক্তব্যে অশালীন মন্তব্য করেছেন। এর থেকেই প্রমাণিত জাতীয় কংগ্রেস কতটা নীচে নেমে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।
শনিবার রাকেশ সিনহা জানিয়েছেন, অসমে বিজেপি সরকার এবং আরএসএসের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করে অবিজেপি শক্তিগুলির মধ্যে হিংসাত্মক পরিস্থিতি গড়ে তুলতে চেয়েছেন রাহুল গান্ধী। তাঁর অশালীন মন্তব্য অপসংস্কৃতিতে ভরা। এর থেকেই প্রমাণিত কতটা নীচে নেমে গিয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। রাহুলের মন্তব্য অপসংস্কারে ভরা।
উল্লেখ করা যেতে পারে, শনিবার গুয়াহাটি আক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, বিজেপি যাওয়ার আগে হিংসা ছড়িয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের কন্ঠস্বর শুনতে চায় না বিজেপি।

মোগাদিশুতে বিস্ফোরণে নিহত ৭৬

মোগাদিশু, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : সোমালিয়ার মোগাদিশুতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭৬। শহরের মেয়র ওমর ফিলিশ জানিয়েছেন আহত প্রায় ৯০। নিহতদের মধ্যে বেশির ভাগই বানাদির বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া।উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছিল ৩০জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে মনে করা হচ্ছে আল কায়দার সঙ্গে সম্পর্কিত আল শাবাব এই হামলা চালিয়েছে। শহরের মেয়র ওমর ফিলিশ জানিয়েছেন, বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি মোগাদিশুতে ঢোকার চেষ্টা করছিল। সেই সময় শহর পশ্চিম দিকে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি চেকপোস্ট গাড়িটিকে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তখন বিস্ফোরণটি। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গোটা এলাকা ঘন কালো ধোয়ায় ছেয়ে যায়।

কংগ্রেসের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন, কটাক্ষ মায়াবতীর

লখনউ, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস জনকল্যাণের ক্ষেত্রে অবজ্ঞা না করলে বিএসপি দল গঠনের প্রয়োজন পড়ত না বলে দাবি করেছেন মায়াবতী। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা বলেছিলেন, 'অন্যান্য দলগুলি সরকার

ছয়ের পাতায়

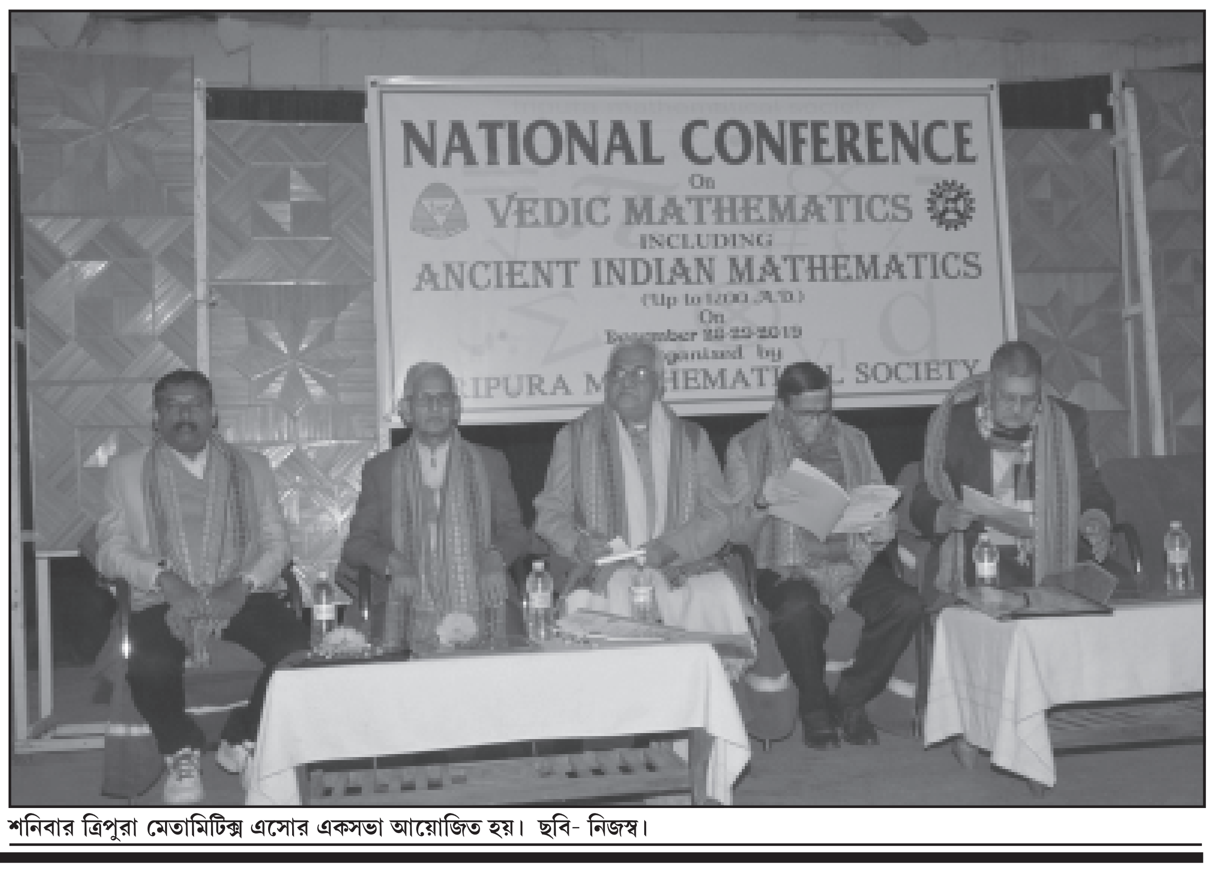

শনিবার ত্রিপুরা মেতামিটিক্স এসোর একসভা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

গৃহীত উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেছেন।

এদিকে, বর্তমান সরকারের সময় রাজ্যে অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, পুলিশ বর্তমান সময়ে নিজে থেকেই ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ গ্রেফতার করছে শিক্ষককে। এখন আর অপরাধের সঙ্গে আপস করার কোনও মানসিকতা নেই, দাবি করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী এদিন চাঁনমোহন ত্রিপুরার হত্যাকাণ্ডের তদন্ত পুনরায় শুরু হবে বলে জানিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, কৌশলে এতদিন প্রকৃত দোষীদের আড়াল করা হয়েছে। কিন্তু এখন অপরাধীর গ্রেফতারের সাজাও সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বর্তমানে সাজার হার ২৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৯ শতাংশ হয়েছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

পরিচয় পাওয়া গেছে।

কাঞ্চনপুরের ওসি পরিতোষবাবুর বক্তব্য, জিরানিয়া থেকে কুকুরগুলি দামছড়ায় বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি বলেন, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে প্রত্যেকটি কুকুর দুই থেকে আড়াই হাজার টাকায় বিক্রি স্থির হয়েছিল বলে ধৃতদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। কাঞ্চনপুর থানার ওসি-র কথায় কুকুর পাচারের জন্য তাদের জরিমানা করা হতে পারে। তবে জরিমানা দিতে না পারলে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

সরকারের প্রত্যাবর্তন

তিনের পাতার পর

পি চিদম্বরমকে জামিন প্রদান করেছে সর্বোচ্চ আদালতউ শর্ত অনুযায়ী-শীর্ষ আদালতের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে বিদেশে যেতে পারবেন না প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতাউ এছাড়াও সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারবেন না তিনিউ

জয়পুর বোমা বিস্ফোরণ মামলা : ২০ ডিসেম্বর ২০১৯উ রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ (২০০৮) মামলায় দোষী সাব্যস্ত ৪ জনকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল জয়পুরের বিশেষ আদালতউ ১৮ ডিসেম্বর, বোমা বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত ৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল জয়পুরের বিশেষ আদালতউ বেকসুর খালাস করা হয়েছিল একজন অভিযুক্তকেউ ২০ ডিসেম্বর জয়পুর বোমা বিস্ফোরণ মামলায় মহম্মদ সইফ, মহম্মদ সারভার আজমি, সইফুর রহমান এবং সলমনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল জয়পুরের বিশেষ আদালতউ

২০১৭ উন্নাও ধর্ষণ মামলা : যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কুলদীপ : ২০ ডিসেম্বর ২০১৯উ ২০ ডিসেম্বর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হয়েছে উন্নাও ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারেরউ কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে দিল্লির তিস হাজারি আদালতউ

পেঁয়াজের ঝাঁঝ : বছরের শেষে পেঁয়াজের ঝাঁজে নাকাল হতে হয়েছে দেশবাসীকেউ দামের ঝাঁঝে ক্রেতাদের চোখে এসেছে জলউ কোথাও ১২০ টাকা কেজি কোথাও আবার আরও বেশি দামে বিক্রি হয়েছে পেঁয়াজউ পেঁয়াজের পাশাপাশি আলুও চড়া দামে বিক্রি হয়েছেউ

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন : বছরের অন্তিম মাসে বড় লড়াইয়ে পরাজিত হয়েছে বিজেপিউ মোদী-ঝড় সেভাবে বইতেই পারেনি ঝাড়খণ্ডেউ ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দল জোটের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে বিজেপিউ ২৯ ডিসেম্বর রবিবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হেমন্ত সোরেনের শপথগ্রহণউ

বিজেপি-র

পাচের পাতার পর

করেন নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে বিজেপি টাকা নিচ্ছে। শনিবার সায়ন্তনবাবু বলেন, "উনি একটা প্রমান দিন। যে এ কারণে টাকা নিয়েছে তাকে দল থেকে বার করে দেওয়া হবে। নাগরিকত্ব বিজেপি দেবে না। নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে ভারত সরকার দেবে।" মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য সমাবেশে গতকাল প্রশ্ন করেছেন, যাঁরা ভোট দিলেন তাঁরা নাগরিক নন? সায়ন্তনবাবু আজ সাংবাদিকদের বলেন, "হ্যাঁ এই ভোটারদের মধ্যে ৭০ লক্ষ থেকে ১ কোটি জালি ভোটার আছে। এদের ভোটেই পুষ্ট হয়েছে তৃণমূল। এদের নাম বাদ দেওয়া হবে। এ কারণেই আতঙ্কিত হয়ে আজ দিনভর ধর্না করল ওরা। বাংলাদেশি মুসলমানদের এদেশে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে চায় তৃণমূল।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এনআরসি

● প্রথম পাতার পর

মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য তাঁদেরকে বিঁধেছেন। পীযূষকান্তি বিশ্বাসের কথায়, দেশ আজ এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশে অস্থিরতা কায়েম করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী। তিনি বলেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি দেশবাসীকে অনিশ্চিয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। ভবিষ্যত চিন্তায় দেশবাসী এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাই, সারা দেশ প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি ঘোষণা করেছেন, ত্রিপুরায় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসির বিরোধিতায় লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপের এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তিনি জানান, প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্যস্ত রয়েছেন। শীঘ্রই প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই ইস্যুতে মাঠে নামবে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস।

এদিন, পশ্চিম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিতাভ পাল জানিয়েছেন, বিধায়কের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলায় তদন্ত সঠিক পথেই এগিয়েছে। অভিযোগকারিণীর বয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি জানান, অভিযোগের সত্যতা মিললে অবশ্যই বিধায়ককে গ্রেফতার করা হবে।

অর্থনীতি

● প্রথম পাতার পর

সেদিকে কঠোর নজরদারি রেখেছে।

এদিকে, শুক্রবার গভীর রাতে সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় থানাধীন মুড়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রবিলাল সাহার বাড়ি থেকে একটি দোয়াল গাভি এবং একটি বাছুর নিয়ে পালিয়েছে চোরের দল। তবে, আরও দুটি বাড়িতে চোরের দল হানা দিলেও বাড়ির মালিকরা সজাগ থাকায় গবাদি পশু চুরি আটকানো গেছে। জানা গেছে, সাধন সরকার এবং ললিত ভদ্রের বাড়িতেও চোরের দল হানা দিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা গবাদি পশু নিয়ে পালাতে পারেনি।

এদিকে রবিলাল সাহা গবাদি পশু চুরির ঘটনায় বিশালগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মুড়াবাড়ি এলাকায় চোরের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। কিন্তু পুলিশের ভূমিকা খুবই অসন্তোষজনক।

এক সচেতনতামূলক

আটের পাতার পর

ই-রিক্সা চালকরা বিপাকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ত্রিপুরা ই-রিক্সা শ্রমিক সমিতি রাজ্য সরকার, প্রশাসন ও সংগঠনের সহযোগিতায় শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ কিভাবে সুরক্ষিত করা যায় সেজন্য সচেতনতামূলক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। সচেতনতামূলক এই শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ দপ্তরের চিফ ইনস্পেক্টর, সংগঠনের চেয়ারম্যান, সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সচেতনতামূলক শিবির সম্পর্কে সংগঠনের চেয়ারম্যান বিপ্লব কর বলেন, শ্রমিকরা যাতে বিভ্রান্ত না হয়, যাতে কোন ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে এবং সমস্যা সমাধানে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে বিষয়েই এই সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সরকার, প্রশাসন ও সংগঠনের একসাথে মিলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে বলে জানান তিনি। ১লা জানুয়ারি থেকে ই-রিক্সা চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে বহু শ্রমিকের রুটি রুজির পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে সমস্যা নতুন করে মাথাচারা দেবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

দাদা-মায়ের

পাচের পাতার পর

পর প্রথমে পুলিশ থানায় অভিযোগ নিতে চায়নি। পর দিন বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু এলাকায় যান। পুলিশও এফআই আর নেয়।"

শনিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে মনোজবাবু জানান, যে মোটর সাইকেল নিয়ে ভাই বেড়িয়েছিল, সেটি অক্ষত ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার তত্ব সাজাতে সেটি ভাঙচুর করে থানায় রেখে দেওয়া হয়েছে। কিসের সঙ্গে কীভাবে দুর্ঘটনা হল, তার কোনও প্রমাণ কোথাও নেই। ময়না তদন্তের রিপোর্টও আমাদের এখনও দেওয়া হয়নি। পুলিশ চার জনকে এ ব্যাপারে ধরলেও তারা ছাড়া পেয়ে গিয়েছে।

কটাক্ষ মায়াবতীর

পাচের পাতার পর

থেকে ভয় পাচ্ছে। তাই তারা কিছু বলছে না।'এর জবাব বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী জানিয়েছেন, কংগ্রেস যদি জনকল্যাণের বিষয়টি পুরোপুরি অবজ্ঞা না করত তবে বিএসপি দল তৈরির প্রয়োজন পড়ত না। দলিত, অনগ্রসর শ্রেণী, মুসলমানেদের সাংবিধানিক অধিকার দেয়নি কংগ্রেস। সেই কারণে বিএসপি তৈরির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের আত্মসমীক্ষা করাটা একান্ত জরুরি।

শনিবার বিকেলে নিজের ট্যুইটবার্তায় বিএসপি সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী লিখেছেন, ক্ষমতায় থাকাকালীন ভারত বাঁচাও, সংবিধান বাঁচাওয়ের প্রয়োজন মনে করেনি কংগ্রেস। সেই সময় জনহিতের বিষয়ে অবহেলা করে গিয়েছে তারা। এর ফলে দলিত, মুসলমান এবং অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা তাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। সেই কারণেই এখন বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ভারত বাঁচাও, সংবিধান বাঁচাও হিসেবে পালন করে চলেছে কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে মায়াবতী বলেন, অন্যের চিন্তা না করে কংগ্রেসের উচিত আত্মসমীক্ষা করা।

তথ্যমন্ত্রী হাছান

তিনের পাতার পর

উন্নয়নকারী দেশে রূপান্তরিত হওয়া যারা সহ্য করতে পারে না, তারাই দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ করবেন বলে সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি দেন তথ্যমন্ত্রী এবং তাদের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান দুর্জয়ের সভাপতিত্বে সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শাজাহান খান, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ, মোজাফফর হোসেন পল্টু, বলরাম পোদ্দার, মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগ উপদেষ্টা সৈয়দা রোকেয়া বেগম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

কাদের সিদ্দিকীর

তিনের পাতার পর

আগেই ঐক্যফ্রন্টের আট সাংসদকে পদত্যাগ করতে হবে। তাহলেই জনগণ সঙ্গে থাকবে। দ্বিমুখী আচরণ জনগণ মেনে নেয় না।কাদের সিদ্দিকী বলেন,দেশের সরকার চায় জনগণ, শেখ হাসিনার সরকার সেটা চায় না।নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে তিনি বলেন,বাংলাদেশের বর্তমান ইলেকশন কমিশন বিশ্বের সবচাইতে গর্দভ কমিশন। নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে তারা ব্যর্থ।

জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রবের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে ঐক্যফ্রন্টের আহ্বায়ক এবং গণফোরামের সভাপতি ড় কামাল হোসেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় আব্দুল মঈন খান, জাতীয় পার্টি (জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক, গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক আবু সাঈদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট মোহসীন রশিদ, বিকল্প ধারার মহাসচিব শাহ আহমেদ বাদল, জেএসডির সহ-সভাপতি তানিয়া রব, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, জেএসডির যুগ্ম-সম্পাদক শহীদউদ্দীন মাহমুদ স্বপন, নাগরিক ঐক্যর আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না ও বিকল্প ধারার সভাপতি নুরুল আমীন বেপারী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ ডিসেম্বর।। অবশেষে নাবালিকা শ্লীলতাহানি অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তির দাবি, নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের নিরাপত্তা ও নাবালিকা পরিবারকে প্রলোভন ও হুমকিতে মামলা প্রত্যাহারের অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি চেয়ে সরব হল গ্রামবাসী।১০০ জনের একটি প্রতিনিধিদল প্রথমে নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের খোঁজখবর নেন এবং তাদের সাথে আছেন বলেও আশ্বস্ত করেন।তারপর বাগবাসা পুলিশ ফাঁড়িতে প্রতিনিধিদলটি লিখিতভাবে নির্যাতিতার পরিবারের নিরাপত্তা, অভিযুক্ত শিক্ষককে পুনরায় গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদান ও শিক্ষককে বাঁচাতে দুই বিজেপি নেতার তদন্তক্রমে শাস্তির দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ২৩ নভেম্বর বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের গঙ্গানগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর এক স্কুলছাত্রীকে ডেকে নিয়ে পাশের ক্লাসরুমে শ্লীলতাহানি করেন স্কুলের শিক্ষক নুরুল ইসলাম।নাবালিকা স্কুল ছাত্রী বাড়িতে পৌঁছে মা বাবার কাছে ঘটনাটি খুলে বলে। তারপর ২৫ নভেম্বর স্কুলে ওই গুণধর শিক্ষক আসার পর গ্রামবাসীরা শিক্ষক নুরুল ইসলামকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে ঘটনাটি সুবিচার চেয়ে বাগবাসা ধর্মনগর সরক অবরোধ করে বসেন।পাশাপাশি নির্যাতিতার মা ধর্মনগর মহিলা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

নির্যাতিতা নাবালিকার মায়ের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ গঙ্গানগর স্কুলে পৌঁছে নুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে।কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পাঁচ দিনের মাথায় আদালতে চার্জশীট জমা হয়ে যায়। জামিনে বেরিয়ে আসে গুণধর শিক্ষক নুরুল ইসলাম। তারপর গত ৯ ডিসেম্বর বিকেল বেলা বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মন্ডল সভাপতি সুদীপ দেব এবং মন্ডল সম্পাদক অকিল শুক্লবৈদ্য নির্যাতিতার মায়ের সাথে বাগবাসা স্থিত মিশন টিল্লা বাজারে দেখা করতে বলেন। নির্যাতিতার মা মিশন টিল্লা বাজারে মন্ডল সভাপতি সুদীপ দেব ও মন্ডল সম্পাদক অখিল শুক্ল বৈদ্যের সাথে দেখা করলে উনারা মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন এমনটা নির্যাতিতা নাবালিকার মায়ের অভিযোগে।

মন্ডল সভাপতি সুদীপ দেব ও সম্পাদক অখিল শুক্লবৈদ্য নির্যাতিতার পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করে বলেন মামলাটি তুলে নিলে তাদের মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হবে।অন্যতায় এর পরিমাণ ভুগতে হবে নাবালিকার পরিবারকে। নির্যাতিতার মা মন্ডল সভাপতি ও সম্পাদকের অর্থের প্রলোভন ও হুমকির পড়ুয়া না করে গত ২৩ ডিসেম্বর ঘটনাটি সবিস্তারে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়ের কাছে পোস্ট অফিস মারফত চিঠি দিয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু দুই বিজেপি নেতার এহেন কর্মকাণ্ডে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়ে নির্যাতিতার পরিবারটি।নাবালিকা মেয়েটিও ভয়ে স্কুলে যেতে পারছে না। মা অথবা বাবাকে নিয়ে কোনভাবে পরীক্ষায় বসছে কিন্তু প্রতিদিন স্কুলে আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওই নাবালিকার।তবে এসকল অভিযোগ ডাহা মিথ্যা ও বিরোধীদের চক্রান্ত বলে দাবি মন্ডল সভাপতি সুদীপ দেব।

এদিকে মন্ডল সভাপতি ও মন্ডল সম্পাদক শ্লীলতাহানীর অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষক নুরুল ইসলামকে বাঁচাতে মাঠে নামায় বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রে জনগণ ক্ষোভে ফুঁসছেন। অবশেষে বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের ৫ টি গ্রামের অর্থাৎ উত্তর গঙ্গানগর, দক্ষিণ গঙ্গানগর, বাগবাসা, শনিছড়া ও কামেশ্বর গ্রাম থেকে ১০০ জনের একটি প্রতিনিধি দল নির্যাতিতা নাবালিকার বাড়িতে যান। নির্যাতিতা বাড়িতে গিয়ে নির্যাতিতার মায়ের সাথে সবিস্তারে আলোচনা করেন। এমনকি সর্বদা নির্যাতিতার পরিবারের সাথে আছেন বলেও গ্রামবাসীরা জানান। গ্রামবাসীদে বক্তব্য,গুণধর শিক্ষক নুরুল ইসলামকে পুনরায় গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি প্রদান প্রদান করা।

মন্ডল সভাপতি সুদীপ দেব ও সম্পাদক অখিল শুক্ল বৈদ্যের ধারা নির্যাতিতার পরিবারকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য টাকার প্রলোভন প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তদন্তক্রমে মন্ডল সভাপতি ও সম্পাদকের শাস্তির দাবি জানান। এলাকাবাসী জানান যারা রক্ষক তারাই ভক্ষকের ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি নির্যাতিতার পরিবারের নিরাপত্তা দাবি জানান এলাকাবাসী। এলাকাবাসী আরও জানান আগামী দিনে উনারা উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হবেন। প্রয়োজন পড়লে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবেন।নির্যাতিতার পরিবারের খোঁজখবর নিয়ে এলাকাবাসী বাগবাসা পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত আকারে একটি ডেপুটেশন মিলিত হন। নির্যাতিতার পরিবারের নিরাপত্তা, অভিযুক্ত শিক্ষক নুরুল ইসলামকে পুনরায় গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদান করা ও মন্ডল সভাপতি সুদীপ ও সম্পাদক অখিল শুক্ল বৈদ্যের শাস্তির দাবি জানান।

৮ জানুয়ারী দেশব্যাপী ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। আগামী আট জানুয়ারী ১১টি শ্রমিক সংগঠন, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কনফেডারেশন, এলআইসি ও ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠন মিলিতভাবে একদিনের ভারতব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এই ধর্মঘটে দেশের সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীরা অংশ নেবেন। শনিবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছে কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস অব ইন্ডিয়া এর রাজ্য কমিটির সভাপতি অজয় বিশ্বাস।

শপথ আজ

আটের পাতার পর

থাকতে পারেন। রবিবার ঝাড়খণ্ডের ১১তম মুখ্যমন্ত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল দ্রৌপদী মুর্মু।

আইইডি বিস্ফোরণ

আটের পাতার পর

মিটার দূরে। বিস্ফোরণের খবর পাওয়া মাত্রই ঘচনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও বম্ব ডিসোজাল স্কোয়াডউ পুলিশ সূত্রের খবর, এই বিস্ফোরণে হতাহতের কোনও খবর নেই।

দাবি কীর্তির

আটের পাতার পর

১৫ লক্ষ টাকা পেয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস বলে দাবি করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

আটের পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৫টি ইঞ্জিন। ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন একজন মহিলা-সহ ৩ জন।

শুক্রবার রাত থেকে শনিবার ভোররাত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন দমকল কর্মীরা। আগুন নিভে যাওয়ার পর ফ্যাক্টরিতে কুলিং ডাউনের সময় উদ্ধার করা হয়েছে মহিলা-সহ দু"জনের দগ্ধ দেহ। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছেন। কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা তদন্ত করে দেখছে দমকল ও পুলিশ।

বাতিল বহু ট্রেন

আটের পাতার পর

বাতিলের তালিকায় আছে ৩৭৭৪১, ৩৭৭৪৩, ৩৭৭৪৫ ও ৩৭৭৪৭ ব্যান্ডেল-কাটোয়া লোকাল উ ৩১১১১ শিয়ালদা-কাটোয়া লোকাল ট্রেনটি ২৯ ডিসেম্বর ছাড়ার কথা ছিল উ ৩৭৯১২, ৩৭৯১৪, ৩৭৮১৬, ৩৭৯১৮, ৩৭৯২০ ও ৩৭৯২২ কাটোয়া-হাওড়া লোকাল ট্রেনগুলির ২৯ ডিসেম্বর ছাড়ার কথা ছিল উ ৩৭৭৪২, ৩৭৭৪৪, ৩৭৭৪৮ ও ৩৭৭৫৬ কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল ট্রেনগুলির ২৯ ডিসেম্বর ছাড়ার কথা ছিল উ এছাড়া ৩১১১২ কাটোয়া-শিয়ালদা লোকাল ট্রেনটির ছাড়ার কথা ছিল ২৯ ডিসেম্বরউ সব মিলিয়ে দুই দিনে বাতিল হচ্ছে মোট ২২টি ট্রেন।

তালা

● প্রথম পাতার পর

থেকে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তৈরীর জন্য জায়গা দিয়েছিলেন।কথা ছিল উনার বাড়িতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হলে উনার মেয়ে দুজনকে ওই গ্রামীণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকুরি দেওয়া হবে।সেই শর্ত অনুযায়ী নিজেদের সামান্য বসতভিটে থেকে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তৈরির জন্য কোন রেজিস্ট্রি ছাড়াই জমি দিয়েছিলেন ময়মুন নেছা এবং তার পরিবার।

কিন্তু আজ পর্যন্ত ওই পরিবারের কাউকেই কোন সুযোগ সুবিধে করে না দেওয়ায় একপ্রকার অসহায় হয়ে পড়েছে দিন আনতে পান্তা ফুরায় অসহায় ওই পরিবারটি।বিগত দিনে কদমতলা সিডিপিও দপ্তরে বিষয়টি নিয়ে বারবার অবগত করলেও জেগে ঘুমোচ্ছেন দপ্তরের কর্মকর্তারা।অভিযোগ ভূমিদাতা ময়মুন নেছার পরিবারের।পূর্বে বেশ কয়েকবার তারা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তালাবদ্ধ করলেও স্থানীয় নেতৃত্বদের আশ্বাসে পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন খোদ ময়মুন নেছা।এবার রাজ্যে নতুন সরকারের আমলেও সেই একই প্রতিশ্রুতির কয়েকবার অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটিতে তালা বন্ধ করলেও বর্তমান সরকারের কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব এবং স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের পুনঃ আশ্বাসে ও গ্রামের খুদে শিশুদের পড়াশোনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পুনরায় খুলে দেওয়া হয় ওই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটি।

ভূমিদাতা ময়মুন নেছা বলেন এবার মায়াবী সরকার ত্রিপুরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই উনার দৃঢ় বিশ্বাস এই সরকারের আমলে এবং উনার শেষ বয়সে একটি আশার আলো দেখতে পাবেন।অন্যতায় সাউথ পিয়ারাছড়া মধ্যপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটি চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে।তবে বর্তমান সরকারের উপর পুরো আস্থা রয়েছে ভূমি দাতা ওই মহিলার।এদিকে বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করেছেন গ্রামের বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য মুজিবুর রহমান।এখন দেখার বিষয় রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার এ বিষয়ে কি ভূমিকা গ্রহণ করে।

বাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়।

এর পরে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন সোনিয়া-তনয়া। সোজা হাঁটা লাগান প্রাক্তন আইপিএস অফিসার তথা সমাজকর্মী এসআর দারাপুরির বাড়ির দিকে। শীতের পড়ন্ত বিকেলে লউনউয়ের প্রিয়াঙ্কার এই হন্টনে উপস্থিত সকলে চমকে যান। পলিটেকনিক স্কোয়ার থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পায়ে হেঁটে শেষ পর্যন্ত দারাপুরির বাড়িতে পৌঁছন প্রিয়াঙ্কা। কথা বলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে।

পুলিশের এই ধরনের আচরণে তীব্র ক্ষোভ উগরে গিয়ে দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এই যাত্রাপথেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এটা কী ধরনের পুলিশি ব্যবস্থা! রাজ্যজুড়ে পুলিশি জোর জুলুম চালাচ্ছে যোগী সরকার। এমনকী সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশি সন্ত্রাসে চারদিকে চূড়ান্ত আতঙ্কের পরিবেশ।

তীব্র

● প্রথম পাতার পর

মানুষের কাছ থেকে। এ কাপড় সংগ্রহের জন্য তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকেই ভালো ভালো জামা-কাপড় তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। যেগুলো হয়তো সামান্য কিছুদিন তারা ব্যবহার করেছিলেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তারা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফুটপাতে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করবেন। কমল মল্লিক বলেন, শীতার্ত মানুষগুলো বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলো গরম জামা-কাপড় পেয়ে যেভাবে খুশি হয়েছে তা প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মনে নতুন অনুপ্রেরণা আসে মানুষের জন্য আরও বেশি বেশি কাজ করার।

স্টেশনে

● প্রথম পাতার পর

কর্মীরা সাংবাদিকদের সাথে অভব্য আচরণ করেন। দুর্ঘটনার কারণ জানানোর বদলে তাঁরা খবর প্রকাশ না করার জন্য হুমকি দেন। শুধু তা-ই নয়, খবর প্রকাশিত হলে মামলা করা হবে বলেও তাঁরা ভয় দেখিয়েছেন। স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীদের বক্তব্য, রেল কর্মীদের গাফিলতির ফলে বড়সড় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছিল। অল্পেতে তাঁরা বেঁচেছেন। গাফিলতি শুধরানোর বদলে তাঁরা দোষ ঢাকতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ক্ষোভের সুরে বলেন যাত্রীরা।

গুয়াহাটিতে হুঙ্কার রাহুলের

আটের পাতার পর

বিজেপি সরকার গুলি করে হত্যা করেছে। প্রতিবাদকারী জনতা শান্তির কথা বলছেন। তাঁদের ওপর গুলি না চালিয়ে শান্তি-আলোচনা করা যেত, বলেন রাহুল গান্ধী। এ প্রসঙ্গে সিএএ-বিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত পাঁচজনকে শ্রদ্ধাঞ্জলিও জ্ঞাপন করেছেন তিনি।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেন, বিজেপি সরকার গঠনের আগাই নাকি তিনি বলেছিলেন, অসমে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে রাজ্যে আর ভ্রাতৃত্ববোধ থাকবে না, হিংসা হবে। আজ এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, অসম থেকে তিনি অনেক শিখেছেন। ১৫-১৬ বছর আগে তিনি যখন প্রথম অসম সফরে এসেছিলেন, তখন অসমের জনতার চিন্তাধারা, সংস্কৃতি এবং মহাপুরুষদের বিষয়ে বড় বেশি জানতেন না। কিন্তু এখন তিনি মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব-সহ অসমের মহাপুরুষ তথা মহামনীষীদের বিষয়ে, অসমের ইতিহাস, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। জানতে পেরেছেন অসমবাসীর ভ্রাতৃত্ববোধ, চিন্তাধারা, সম্প্রীতির বিষয়ে। অসমের ভ্রাতৃত্ববোধ, ঐক্য সম্পর্কে এখন তিনি দেশজুড়ে প্রচার করছেন বলে দাবি করেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা রাহুল।

অসম এক সময় হিংসাজর্জর রাজ্য ছিল। বহুদিন পর রাজ্যে শান্তি এসেছিল। কিন্তু শান্ত এক রাজ্যকে পুনরায় অশান্ত করার প্রচেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তুলেন বক্তা। তিনি বলেন, অসমবাসী সন্তানদের আজকের অবস্থা দেখে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে বলে জানিয়ে এর জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছেন রাহুল। বলেন, আজ কোনও রাজনৈতিক ভাষণ দিতে তিনি আসেননি। এসেছেন এই প্রতিশ্রুতি দিতে যে অসমবাসীর সুখ-দুখে তিনি সবসময় রাজ্যবাসীর সঙ্গে থাকবেন। অসমের জনতার উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, বিজেপির বিভেদকামী শক্তি রাজ্য তথা দেশের সাতাপুরুষের সম্প্রীতির ওপর আঘাত সহ্য করবেন না।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী মোদীর তীব্র সমালোচনা করে রাহুল গান্ধীর অভিযোগ, বিজেপি সরকার দেশের অর্থব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার সৃষ্টি করেছে। বেকারদের সংস্থাপন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মোদী সরকার। দেশের ২ কোটি বেকারকে সংস্থাপন দেবেন বলেছিলেন মোদী, কিন্তু কতজনকে কর্মসংস্থাপন দিলেন জানতে চেয়েছেন রাহুল। মোদীর ওপর হামলা করে বলেন, ৪৫ বছর পর দেশে বেকার বৃদ্ধির হার সর্বাধিক হয়েছে। রাহুল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিমুদ্রায়ন, জিএসটি বলবৎ করে আজ ভারতমাতা-র ওপর আঘাত করেছেন। অসমে মোদীজি কতটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করেছেন, তা প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে বলেছেন তিনি।

বরাবরের মতো আজও বলেন, কালোটাকার বিরুদ্ধে লড়াই করছে বলে মোদী সরকার তিন লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা নিজের বন্ধু শিল্পপতি, পুঁজিপতিদের দিয়েছেন। এক লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকার ট্যাক্স মাফ করেছেন তাঁদের। কিন্তু দেশের কৃষক, সধারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কত টাকা ঋণ মাফ করেছে মোদী সরকার, তারও জবাব চেয়েছেন রাহুল গান্ধী। কংগ্রেস নেতা গান্ধীর গুরুতর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী মোদী তথা কেন্দ্রীয় সরকারের একই লক্ষ্য, দেশের জনতার মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে ১৫-২০ জন বন্ধু শিল্পপতিকে পুঁজি প্রদান করে লাভবান করা।

কংগ্রেসের আজকের গণসমবেশের মঞ্চে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, অসম প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা ভাষণ দিয়েছেন। সভামঞ্চে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন অসমে দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হরিশ রাওয়াত, দুই সাংসদ গৌরব গগৈ ও আবদুল খালেক, অসম বিধানসভায় কংগ্রেস দলপতি দেবব্রত শইকিয়া-সহ দলের আরও কয়েকজন জাতীয় ও প্রদেশস্তরের নেতা এবং সাংসদ-বিধায়ক। খানাপাড়ায় গণসমাবেশের পর রাহুল গান্ধী যান পুলিশের গুলিতে নিহত শেম স্ট্যাফোর্ডের বাড়ি। সেখানে নিহতের পরিবারবর্গের প্রতি তাঁর সমবেদনা জ্ঞাপন করে সান্ত্বনা দেন তাঁদের।

অলিম্পিক কোয়ালিফায়ারে যোগ্যতা অর্জন করেও বিতর্কে মেরি কম

নয়াদিল্লি: চ্যালেঞ্জার নিখাত জারিনকে হারিয়ে টোকিও অলিম্পিকের কোয়ালিফায়ারে পৌঁছলেন মেরি কম। ৫১ কেজি ওয়েট ক্যাটেগরিতে শনিবার ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে জারিনকে ৯-১ ব্যবধানে পরাস্ত করলেন ছ''বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। তবে বাউট শেষে রিংয়ে জুনিয়র প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে হাত না মিলিয়ে বিতর্কে মেরি কম।এই জয়ের ফলে আগামী ফেব্রুয়ারিতে চিনে যোগ্যতা অর্জন পর্বে এশিয়া-ওশিয়ানিয়া গ্রুপে লড়বেন তিনি। যোগ্যতা অর্জন পর্বে সাফল্য পেলে মেরির সামনে ২০২০ টোকিও অলিম্পকের দরজা খুলে যাবে। ফলাফল দেখেই আঁচ করা যায় এদিন একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়েই জারিনকে মাটি ধরান মেরি। কিন্তু উত্তেজক এই বাউট শেষ হতেই ছ''বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অভিযোগ আনতে শুরু করেন জারিন। বাউট শেষে রিংয়ে হাত না মেলানোর পাশাপাশি রিংয়ের মধ্যে একাধিকবার তাঁকে উদ্দেশ্য করে

কটূক্তি করেছেন মেরি। জারিনের অভিযোগ তেমনটাই।এব্যাপারে মেরিকে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, ''ও আগে অন্যকে সম্মান করা শিখুক।'' মেরির কথায়, ''আমি কেন ওর সঙ্গে হাত মেলাতে যাব? যদি ও চায় ওকে অন্যেরা সম্মান করুক তাহলে ওর উচিত অপরকে প্রথমে সম্মান করা। আমার এমন স্বভাবের মানুষ পছন্দ না। রিংয়ের মধ্যে নিজেকে প্রমাণ কর, বাইরে নয়।''আসলে ঘটনার সূত্রপাত জারিনের একটি প্রতিবাদ ঘিরে। ওয়ার্ল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জেতায় প্রাথমিকভাবে অলিম্পিক কোয়ালিফায়ারে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করার কথা ছিল মেরি কমের। কিন্তু প্রতিবাদ জানিয়ে জারিন বক্সিং ফেডারেশনের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন তাঁরও মেরির মতই অলিম্পিক কোয়ালিফায়ারে যোগ্যতা অর্জনের সমান অধিকার রয়েছে। পরিপ্রেক্ষিতেই আজকের এই লড়াই। গত অক্টোবরে ভারতীয় বক্সিংয়ের গভর্নিং বডির কাছে জারিনের এই আবেদনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েই যে মেরি হাত মেলাতে অস্বীকার করেছে, তা আর বুঝতে বাকি নেই কারও। বাউট শেষে জারিন জানান জুনিয়র হিসেবে তিনি মেরির ব্যবহারে মর্মাহত।পাশাপাশি এদিন জারিনের বিরুদ্ধে যাওয়া কিছু সিদ্ধান্ত ঘিরে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় তেলেঙ্গানা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের। শুরু হয়ে যায় উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময়। দেশের বক্সিং ঘিরে রাজনীতি চলছে বলে অভিযোগ করা হয় তেলেঙ্গানা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের তরফ। শেষ অবধি আসরে নেমে পরিস্থিতি সামাল দেন বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট অজয় কুমার।

প্রথমে ইংল্যান্ড, এবার অস্ট্রেলিয়া ! সৌরভ গাঙ্গুলির পরিকল্পনার প্রশংসায় দুই দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন : ''ওয়ানডে সুপার সিরিজ''-এর ভাবনা তাঁর। চারটি দেশ নিয়ে সুপার সিরিজ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছিলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি। যদি সেটি এখনও প্রস্তাবের পর্যায় রয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই সৌরভের এমন ভাবনা বিশ্বের দুটি অন্যতম সেরা ক্রিকেট খেলিয়ে দেশের প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে। ইংল্যান্ডের পর এবার অস্ট্রেলিয়া সৌরভের এমন পরিকল্পনার প্রশংসা করেছে।ক্রিকেটকে ভবিষ্যতে আরও জনপ্রিয় করে তোলাই লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ। আর সেই লক্ষ্যেই বিশ্বের অন্যতম সেরা চার দলকে নিয়ে সুপার সিরিজ আয়োজনের কথা ভেবেছেন তিনি। ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও আরেকটি ইন ফর্ম দলকে নিয়ে সুপার সিরিজ আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। সৌরভ জানিয়েছেন,

২০২১ নাগাদ সুপার সিরিজ চালু হতে পারে। প্রথমবার ভারতের মাটিতে আয়োজিত হতে পারে সুপার সিরিজ। এর পর রোটেশন পদ্ধতিতে বাকি তিন দেশেও অনুষ্ঠিত হবে মেগা টুর্নামেন্ট। প্রতি বছর সুপার সিরিজ আয়োজন হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।বুমরা থেকে রশিদ খান, সবার বোলিং অ্যাকশন নকল করে দেখাচ্ছে দশ বছরের খুদেসুপার সিরিজ নিয়ে আলোচনার জন্য সৌরভ ও বোর্ড সচিব জয় শাহ ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) সৌরভের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে। তারা এই নিয়ে আইসিসি-র সঙ্গেও কথা বলতে রাজি বলে জানিয়েছে। এবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস ভারতীয় বোর্ড সভাপতির পরিকল্পনার প্রশংসা করলেন।

বিসিসিআই-এর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই সাফল্যের সঙ্গে গোলাপি বলে টেস্ট আয়োজন নিয়ে সৌরভের প্রশংসা করেন রবার্টস। তবে এখনই সুপার সিরিজ নিয়ে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন। এদিকে, আইসিসি-র তরফেও এখনও সুপার সিরিজ নিয়ে সবুজ সঙ্কেত আসেনি। কারণ, আইপিএল ও বিগ ব্যাশ শেষ হওয়ার পর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দ্য হ্যান্ড্রেড ড্রাফট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তখন সুপার সিরিজ আয়োজন সমস্যার হতে পারে।

দুর্নীতিগ্রস্ত দানিশ টাকার জন্য ধর্মের জিগির তুলছেন : মিয়াঁদাদ

ইসলামাবাদ : অর্থের জন্য দানিশ কানেরিয়া বিতর্ক ছড়াচ্ছেন। এমনটাই মনে করেন তাঁর দেশের ক্রিকেট দলের কিংবদন্তী ক্রিকেটার ও প্রাক্তন অধিনায়ক জাভেদ মিয়াঁদাদ। লেগস্পিনার হিন্দু বলে ক্রিকেট কেরিয়ার কম্বা হয়নি এমন প্রসঙ্গ যখন চর্চার কেন্দ্রে, আবার ইমরানকে এই বিষয় নিয়ে তদন্ত করার আর্জি জানাচ্ছেন ক্রিকেটার তখনই ইমরান সতীর্থ মিয়াঁদাদ সম্পূর্ণ বিরূপ মন্তব্য করলেন।মিয়াঁদাদের মতে, কানেরিয়াকে ক্রিকেটে বিশ্বাসের কোনও জায়গা নেই। তিনি বলেন, ''কানেরিয়ার ব্যাপারে আমি বলব সে টাকার জন্য যে কোনও কিছু বলবে। ক্রিকেটে তার কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।'' তিনি আরও বলেন , ''আপনি কীভাবে এমন একজনকে বিশ্বাস করবেন যে ক্রিকেটে দুর্নীতির জন্য আজীবন নিষিদ্ধ? কে তার নিজ দেশকে অসম্মান করেছে? আমি ২০০০ সালের শুরুতে পাকিস্তানের প্রধান কোচ ছিলাম। ওই সময় কানেরিয়া আমার দলের অন্যতম সদস্য ছিল। আমি এমন কোনো ঘটনা দেখিনি, যেখানে তার হিন্দু হওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে।''সংখ্যালঘু বলে পাকিস্তান দলে অবহেলিত ছিলেন

কানেরিয়া। সম্প্রতি এক টিভি অনুষ্ঠানে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পেস বোলার শোয়েব আখতার। এমনকি তার সঙ্গে কেউ খাবার খেতে চাইত না বলেও জানান তিনি। পরে এ তথ্য সত্য বলে স্বীকার করেন লেগস্পিনার। এমন বক্তব্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে মিয়াঁদাদ বলেন, পাকিস্তান কানেরিয়াকে অনেক স্বীকৃতি দিয়েছে। এদেশের হয়ে ১০ বছর টেস্ট ক্রিকেট খেলেছে সে। তার ধর্ম নিয়ে কোনো রেষারেষি থাকলে কী এটা সম্ভব হত? প্রশ্ন ছুড়ে দেন তিনি।প্রসঙ্গত ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্লাব এসেক্সের হয়ে খেলার সময় কানেরিয়ার বিরুদ্ধে স্পট ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠে। ওই সময় তাকে গ্রেফতারও করা হয়। যদিও পরে ছেড়ে দেয়া হয়। এরপর ফের ক্রিকেট খেলতে শুরু করেন দানিশ। একই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ম্যাচ পাতানো কাণ্ডের মামলাও চলতে থাকে। ২০১৮ সালে নিজের দোষ স্বীকার করেন তিনি। ফলে তাকে ক্রিকেট থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। পাকিস্তানের হয়ে ২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট খেলেন কানেরিয়া। ৬১টি টেস্টে ২৬১ উইকেট শিকার করেন তিনি। আর ১৮টি ওয়ানডে ম্যাচে ১৫টি উইকেট পেয়েছেন এই লেগস্পিনার।

দানিশ কানেরিয়া বিতর্কে বললেন তাঁরই প্রাক্তন অধিনায়ক

দিনভর বিতর্ক! সংখ্যা লঘু হিন্দু বলেই পাকিস্তানের জাতীয় দলে দানিশ কানেরিয়াকে টার্গেট করা হয়েছিল, সেই সঙ্গে দানিশের প্রতি দুর্ব্যবহারও হয়েছে। জাতীয় মিডিয়ায় এসে এমন দাবি করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন শোয়েব আখতার। যারপর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শোয়েবের বক্তব্য সত্য বলে জানিয়েছেন দানিশ। এরপরই পাক ক্রিকেটের অন্তরের এই চিত্র নিয়ে সরব গোটা ক্রিকেটবিশ্ব।তবে এবার উল্টে প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম উল হকের। ইনজি দানিশ কানেরিয়া বিতর্কে বলেছেন, ''পাকিস্তানিদের মন অনেক বড়। মাঠের বাইরে ড্রেসিংরুমে দানিশ হিন্দু বলে ওর সঙ্গে বৈষম্য হয়েছে বলে অতীতে কোনও দিন শুনিনি।''সঙ্গে ইনজি আরও বলেন, ''দানিশ হিন্দু বলে, ওর সঙ্গে খাবার ভাগ করতে না চাওয়ার প্রসঙ্গে এই প্রথম শুনলাম। দানিশ কিন্তু ওর কেরিয়ারে সবচেয়ে বেশি আমার অধিনায়কত্বেই খেলেছে। মুসলিম নয় বলে ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার থাকলে এতদিনের অধিনায়ক জীবনে নিশ্চয়ই আমার নজরে আসত। পাকিস্তানিরা বড় হৃদয়ে মানুষ। ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদ পছন্দ করে না।''এখানেই না থেমে ইনজি আরও জুড়েছেন, ''অতীতে যখন দেশের বাইরে ট্যুরে যেতাম তখন দলের প্রত্যেকে সমান সুবিধে পেয়েছে। প্রত্যেকের জন্য সমান রুমের ব্যবস্থা থাকত। ক্রিকেটাররা একে অন্যের রুমে আড্ডা দিত।সেক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কানেরিয়ার সঙ্গে কখনও বৈষম্যমূলক আচরণ হতে দেখিনি।'' উল্লেখ্য কানেরিয়া বলেছেন, তিনি হিন্দু বলেই দলের মধ্যে টার্গেট হয়েছিলেন। তবে নিজের বোলিং মন বসিয়ে ক্রিকেটকে ভালোবেসে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি।

ক্যামেরার পিছনে আমার বাবা'', প্ল্যাকার্ড হাতে ক্রিকেট মাঠের খুদে এখন ভাইরাল

বাবা মাঠে খেলছেন, আর মাঠের বাইরে দর্শকাসনে বসে তাঁর খুদে। কখনও হাততালি দিচ্ছে। কখনও উচ্ছ্বসিত। এই দৃশ্য ক্রিকেট হোক বা ফুটবল , নয়তো টেনিস সব খেলাতেই দেখা যায়। ক্রিকেটে যেমন ধোনির জন্য প্রায়ই দর্শকাসনে বসে হাততালি দিতে দেখা যায় খুদে জিভাকে। হরভজনের জন্য একই কাজ করতে দেখা গেছে হিনায়াকে। এবার সে রকম এক খুদের ছবি ভাইরাল হল মুম্বইয়ের মাঠে। টি২০ মুম্বই লিগ ম্যাচের সময় ।মায়ের পাশে বসে রয়েছে ছোট্ট খুদে। আর হাত নাড়ছে। তার এক হাতে প্ল্যাকার্ড, ''আমার বাবা ক্যামের পিছনে রয়েছে''। খুদের বাবা ক্যামেরা নিয়ে ওই ম্যাচেরই রেকর্ডিং করছিলেন। খুদের এই বার্তা পর্দায় ফুটে উঠতেই বাকি চিত্র সাংবাদিকরা তার বাবাকে প্যান করে ক্যামেরায় ধরে। খুদের বাবাও পরিবারের উদ্দেশে হাত নাড়েন। মাঠে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। ভিডিওটি দারুণ ভাইরাল হয়। এখন পর্যন্ত ৫০ হাজার ভিউ হয়েছে।খেলার মাঠে অনেকেই প্ল্যাকার্ডে নানা রকম লিখে নজর কাড়তে চান। অনেকে আবার এই কারণে অদ্ভুত সাজপোশাক করেন। ট্যাটু প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই খুদে একটু অন্য রকম ভাবেই নজর কেড়েছে। সঙ্গে মনও।

একসময় লারাকেও হতাশা গ্রাস করেছিল

: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মানসিক চাপ নিয়ে মুখ খুললেন ব্রায়ান লারা। কোনওরকম রাখঢাক না করেই জানালেন, একসময় হতাশা তাঁকেও গ্রাস করেছিল। কিছুদিন আগেই মানসিক সমস্যায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তারপরই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন অনেকে। সেই তালিকায় ছিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিও। এবার ত্রিনিদাদ রাজপুত্র গলা মিলিয়েছেন। তাঁর কথায়, '১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত আমার কেরিয়ারের গ্রাফ ছিল ঊর্ধমুখী। তবে ১৯৯৫—১৯৯৮ এই সময়ে গ্রাফ নীচের দিকে নামতে শুরু করে। আসলে আমি দুটো বিশ্বরেকর্ডের মালিক এই চাপটাইআমার ওপর মারাত্মক ছিল। তার মধ্যে তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটেরও অধঃপতন শুরু হয়েছে। মনে পড়ছে একদিন ঘরে শুয়ে থাকার সময় মনে হল হতাশায় যেন তলিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। ক্রিকেটে এই ধরনের মানসিক চাপ মারাত্মক। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, সব খেলাতেই এই চাপটা থাকে। এখন সেটা আরও বেড়েছে। তবে প্লেয়াররা এখন মুখ ফুটে নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারছে। সাময়িক বিরতি নিয়ে এই হতাশা থেকে আবার বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজছে।' এখানেই শেষ নয়। লারা আরও যোগ করেন, 'সাতের, আটের দশকের প্লেয়ারদের তুলনায় এখনকার ক্রিকেটারদের অনেক বেশি চাপ নিয়ে খেলতে হয়। ক্রিকেট খেলাটা তো ভালবেসে খেলার কথা। কিন্তু এখন যে হারে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের আধিপত্য বাড়ছে তাতে মাঝে মধ্যে খেলাটা বোঝা মনে হতেই পারে। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলে অথচ কাউন্টি ক্রিকেটে খেলতে চাইছে না। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলে অথচ শেফিল্ড শিল্ডে খেলতে চাইছে না। এই উদাহরণগুলো থেকেই বোঝা যাচ্ছে ক্রিকেটাররা মানসিকভাবে কতটা বিপর্যস্ত। এই দিকে নজর দেওয়া দরকার।' এত কিছু বলার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল নিয়েও মন্তব্য করেছেন লারা। তিনি চান এবারের ভারত সফরে ভাল দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করুক ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বলেছেন, 'টি২০ ক্রিকেটে দাপটের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সমীহ করে অন্য দলগুলো। জানি ভারতের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে খেলা কঠিন। তাই এখানে জিততেই হবে বলছি না। তবে প্রতিযোগিতার শেষে ভাল দল হিসেবে যেন ছাপ রাখতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।' অধিনায়ক কিয়েরন পোলার্ডকে নিয়ে লারা বলেন, 'সম্প্রতি দেশের হয়ে খুব বেশি হয়তো খেলছে না। তবে ও বিশ্বের বিভিন্ন লিগে খেলছে। বিপক্ষের প্লেয়াররা ওকে সমীহ করে। সতীর্থরাও ওর কথা শোনে। তাই পোলার্ডকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়ার মধ্যে কোনও ভুল নেই। টি২০ বিশ্বকাপের আর খুব বেশি দেরি নেই। তাই সঠিক ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব দেওয়া দরকার ছিল। সেটাই করা হয়েছে।'

রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে ট্রেন মিস ফুটবলারদের

ভারতের মানচিত্র সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। তিনি শুনতেও চান না অন্য কারও পরামর্শ। কোথায় লুধিয়ানা আর কোথায় কলকাতা? তিনি বুঝতেই চাননি। কেন তাঁর দল ম্যাচের ঠিক আগের দিন লুধিয়ানা যাবে? কেন একদিন হাতে রেখে দল লুধিয়ানাতে পৌঁছবে না? সবচেয়ে বড় কথা কোয়েস কর্তারা কি জানতেন না বছরের এই সময়ে বেশিরভাগ দিন কুয়াশায় ঢাকা থাকে দেশের রাজধানীর বিমানবন্দর। উড়ান ওঠা—নামায় ভয়ঙ্কর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়? কোয়েস কর্তাদের বোঝানো উচিত ছিল ইস্টবেঙ্গল কোচ আলেসান্দ্রোকে। যদিও তিনি খুব একটা কথা শুনতে চান না। ফলে, যা হওয়ার সেটাই হয়েছে।কলকাতা—দিল্লিগামী উড়ান দেরি করে দিল্লি পৌঁছানোর পর দিল্লি থেকে লুধিয়ানা যাওয়ার অমৃতসর শতাব্দী ট্রেন মিস করলেন লাল—হলুদ ফুটবলাররা। তার পেছনেও রয়েছে আরও একটা কারণ। 'পেশাদার, পেশাদার' বলে চিৎকার করতে থাকেন যারা তাদেরই কারও বুদ্ধিতে দিল্লিতে নেমে লাল—হলুদ ফুটবলাররা একটি রেস্তোরাঁয় খেতে যান। তারপর রাজধানীর 'কুখ্যাত' ট্রাফিকে আটকে গিয়ে ট্রেন মিস করেন! একটা পশাদার ফুটবল দল কীভাবে এমন কাজ করতে পারে তা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্তা ব্যাপক চটেছেন কোয়েস কর্তাদের ওপরে। ফুটবলাররা যখন নয়াদিল্লি স্টেশনে পৌঁছন ততক্ষণে অমৃতসর শতাব্দী দিল্লির প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। রীতিমতো সমস্যায় পড়েন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। দিল্লি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে ভিডিও বার্তায় ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি ফুটবলার মার্তি ক্রেসপি গোটা ঘটনার উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, তাঁরা মেশিন নন। দিল্লি প্ল্যাটফর্মে যখন শুক্রবার বিকেলে তাঁরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারপর ঠিক ২০ ঘণ্টা পরে তাঁরা পাঞ্জাব এফসি—র মতো দলের বিরুদ্ধে আই লেগির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামবেন। যে কোনও মানুষের পক্ষেই যা কষ্টের। ফুটবলারদের পক্ষে তো বটেই। বৃহস্পতিবার লুধিয়ানায় গেলে এমন সমস্যায় পড়তে হত না ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের। শেষ পর্যন্ত দিল্লি থেকে একটি বাস ভাড়া করা হয়। যা জোগাড় করতে করতে সন্ধে সাতটা বেজে যায়। দিল্লি থেকে লুধিয়ানা শেষ পর্যন্ত বাসে করে যেতে হল ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের। বেশি রাতের খবর অনুযায়ী রাত ২টোর পর লুধিয়ানায় পৌঁছানোর কথা লাল—হলুদ ফুটবলারদের। তার ঠিক পরের দিন দুপুর ২টোয় ম্যাচ খেলতে নামবেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা।প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি তেমন শক্তিশালী দল নয়। লুধিয়ানা থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে সহজেই ফিরতে পারার কথা ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু লুধিয়ানা যাত্রার এত ঝক্কি সামলে মাঠে নেমেও যদি ক্লান্তি গ্রাস করে ফুটবলারদের তাহলে কিছু বলার থাকে না। যদি কোনও কারণে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট খোয়া যায় তাহলে কে দেবেন উত্তর? সেটাই জানতে চাইছেন লাল—হলুদের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার।

চার দিনের টেস্ট খেলা নিয়ে ভাবনা শুরু অস্ট্রেলিয়ার

টেস্ট ক্রিকেটে দর্শকদের আকর্ষণ ফেরাতে ইতিমধ্যেই গোলাপি বলে দিন রাতের টেস্ট ম্যাচ শুরু করেছে আইসিসি। এবার ভাবনায় চার দিনের টেস্ট ম্যাচ। আইসিসি এই নিয়ে আগেই সবুজ সংকেত দিয়েছে। এবার এই পথে হাঁটতে চাইছে অস্ট্রেলিয়া।টেস্ট ক্রিকেটে লড়াই আরও আকর্ষণীয় করতেই ম্যাচের এক দিন কমিয়ে চার দিনে টেস্ট খেলার পক্ষে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে বোর্ডের অন্দরে আলোচনা হয়েছে বলে অজি ক্রিকেট বোর্ডের সিইও কেভন রবার্ট জানিয়েছেন।রবার্ট আর বলেন, ''টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে আবেগ নয়, বাস্তবে জোড় দেওয়া উচিত। ২০১৭ সালেই আইসিসি চার দিনের টেস্ট করার জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছিল। ''টেস্ট ক্রিকেটের ১৪২ বছরের গৌরবময় ইতিহাসে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম দল হিসেবে ১৯৭৩ সালে চার দিনের টেস্ট ক্রিকেট খেলে। এরপর ২০১৭ সালে তারাই আবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে চার দিনের ম্যাচের আয়োজন করেছিল।প্রসঙ্গত চলতি বছরে ইংল্যান্ড ঘরের মাঠে চার দিনের টেস্ট খেলেছে। বিশ্বকাপের পর অ্যাসেজ শুরুর আগে লর্ডসে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক ম্যাচের সিরিজ খেলে ইংল্যান্ড। এবার সেই পথেই হাঁটার পরিকল্পনা অস্ট্রেলিয়ার।

ভবিষ্যতে সেক্ষেত্রে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি চার দিনের টেস্ট খেলার সম্ভাবনার কথাই জানিয়ে রাখলেন অজি ক্রিকেট বোর্ডের সিইও রবার্টস।উল্লেখ্য নতুন পথে হাঁটার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়াই প্রথম দল যারা ঘরের মাঠে পিঙ্ক টেস্ট আয়োজন করেছিল। ২০১৫ সালে অ্যাডিলেড ওভালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দিন রাতের টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেটবিশ্বের প্রথম সারির এই দেশ এবার চার দিনের টেস্টকে আপন করে নেয় কিনা, সেটাই এখন দেখার।

মিথ্যে কথা বলে সমস্যায় ! শাস্তির মুখে শ্রেয়াস আইয়ার, শিভম দুবে

এই সবে দেশের জার্সিতে অভিষেক হল তাঁর। এরই মধ্যে এমন গুরুতর অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে অভিষেক হয়েছিল শিভম দুবের। এবার তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলার অভিযোগ উঠল। একই অভিযোগ উঠেছে শ্রেয়স আইয়ারের বিরুদ্ধেও। আর তার জেরে এই দুই ক্রিকেটারের কঠিন শাস্তি হতে পারে বলে খবর।রনজি ট্রফির ম্যাচে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে দশ উইকেটে হেরেছে মুম্বই। লজ্জাজনক এই হার নিয়ে এখন মুম্বই ক্রিকেট মহলে সমালোচনা তুঙ্গে। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলি পর্যন্ত মুম্বইয়ের এই হারে হতাশা জাহির করেছেন। সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, শিভম দুবে, শ্রেয়স আইয়ারের মতো ক্রিকেটাররা কেন এই ম্যাচে মুম্বইয়ের হয়ে মাঠে নামলেন না! প্রসঙ্গত, শ্রেয়স ও শিভম গত সপ্তাহে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলে উঠেছেন। তাই তাঁরা রনজিতে বিশ্রাম নেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজে নামার আগে বোর্ড তাঁদের ছুটি নিতে বলেছে। এমন বলেই বিশ্রামে গিয়েছিলেন দুই ক্রিকেটার। কিন্তু মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন-এর কর্তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, বোর্ড এই দুই ক্রিকেটারকে রনজি খেতে বারণ করেনি।বুমরা থেকে রশিদ খান, সবার বোলিং অ্যাকশন নকল করে দেখাচ্ছে দশ বছরের খুদেএমসিএ-এর এক কর্তা বলেছেন, ''''আমরা জাতীয় নির্বাচকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।

জানতে পেরেছ, রনজিতে না খেলে বিশ্রাম নিতে ওদের কেউ নির্দেশ দেয়নি। ওরা নিজেরাই নিজেদের বিশ্রাম দিয়ে বোর্ডের কাঁধে দায় চাপিয়ে দিয়েছে। আমাদের পরবর্তী সভায় এই বিষয়টা তোলা হবে। এই ধরণের মিথ্যের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব বলে ঠিক করেছি।

WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited from the eligible female candidates who are residing in Gram Panchayat area mentioned in column no. 3 for the recruitment of Anganwadi Worker on purely " No Work-No Honorarium" through WALK-IN-INTERVIEW Process which will held on 20/01/2020 at 11 AM onwards in the office of the CDPO, Jolaibari ICDS Project, South Tripura along with filled up bio-data in prescribed application form with all necessary documents.

Name of vacant AWC

Sl No.	Name of AWC	Name of GP/VC	Name of Block	No of post of Anganwadi Worker	No of post Anganwadi Helper
1	2	3	4	5	6
1	Sankarpur-No-1	Nuhuripur RF	Jolaibari R.D Block	1(one)	0

The details of terms and conditions as well as eligibility criteria and prescribed application form for Anganwadi Worker will be available in the office of the Child Development Project Officer (CDPO) Jolaibari from 30/12/2019 to 13/01/2020 with in 11 am to 4 pm. except holidays.,

Sd/-
Child Development Project Officer,
Jolaibari ICDS Project,
Jolaibari,South Tripura

ICA/D-1479/2019-20

রেফারি নিয়োগ, নিজ খরচায় প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছেন প্রত্যাশীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ ডিসেম্বর ।। রেফারি নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে রাজ্যে। কিন্তু, এসোসিয়েশন হাত গুটিয়ে নিয়েছে। সম্পূর্ণই নিজ খরচায় প্রত্যাশীরা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছেন। ধর্মনগরে আজ ও আগামী কাল রেফারি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ৩০ জন প্রত্যাশী অংশ নিয়েছেন। বিবিআই স্কুলে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে এবং বিবিআই স্কুল মাঠে ওই প্রত্যাশীদের ফিটনেস টেস্ট নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা রেফারি এসো এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার আয়োজন করেছে। প্রত্যেক জেলা ভিত্তিক নির্দিষ্ট রেফারি এসোকে ওই জেলায় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগর রেফারি এসোসিয়েশন উত্তর ও ঊনকোটি জেলার নিয়োগ প্রক্রিয়ার দায়িত্ব সামলাচ্ছে। তেমনি বিলোনীয়ায় দক্ষিণ ও পূর্ব জেলার নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য আগরতলা থেকে ত্রিপুরা রেফারি এসোসিয়েশনের সভাপতি মানিক দেব এবং পরীক্ষক বিশ্বজিৎ সাহা ও উত্তম সাহা ধর্মনগরে এসেছেন। ধর্মনগর রেফারি এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রদীপ দাস এবং সম্পাদক সমর দেব সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

অবাক করার বিষয় হলো, রেফারি নিয়োগ প্রত্যাশীরা নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করে ধর্মনগরে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন। ত্রিপুরা রেফারি এসোসিয়েশন আর্থিক দিক দিয়ে কোনও সহায়তা করেনি। স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সমালোচনা শুরু হয়েছে।

শনিবার আগরতলায় ৭৫তম জন শিক্ষা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

চন্ডীপুরে ডিওয়াইএফআই'র স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর ।। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এবং ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের চন্ডীপুর অঞ্চল কমিটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। চন্ডীপুর পার্টি অফিসে এই রক্তদান শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ছাত্র নেতা তপন চক্রবর্তী। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র নেতা বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, এসএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি সুলেমান আলী, প্রাক্তন যুব নেতা প্রসেনজিৎ গুণ, যুব নেতা দেবাশিস চন্দ, স্বপন দাস, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, ছাত্র নেতা সঞ্জয় অধিকারী, রোহন দাস, সাগর ভট্টাচার্য, ধ্রুব দত্ত সহ আরও অনেকে। রক্তদান শিবিরে মোট পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই চন্ডীপুর অঞ্চল কমিটি ২৮ ডিসেম্বর থেকে ত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করবে। রক্তদান শিবির ছাড়াও তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে থাকছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, বর্তমান এবং প্রাক্তনি ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা সভা। রক্তদান শিবিরে প্রচুর ছাত্র-যুবরা উপস্থিত ছিলেন। রক্তদান শিবিরে বিধায়ক তপন চক্রবর্তীর হাতে সুবর্ণ জয়ন্তীর স্মারক তুলে দেন প্রাক্তন যুব নেতা প্রসেনজিৎ গুণ এবং এসএফআই রাজ্য কমিটির সভাপতি সুলেমান আলীর হাতেও স্মারক তুলে দেন প্রসেনজিৎ গুণ। অনুষ্ঠানে যুব নেতা বিশু দাসের হাতে স্মারক তুলে দেয় সুলেমান আলী।

ই-রিক্সা শ্রমিক সমিতির উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে এক সচেতনতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর ।। শনিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা ই-রিক্সা শ্রমিক সমিতির উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে এক সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সরকারের নির্দেশ মোতাবেক ১লা জানুয়ারি থেকে ই-রিক্সা চালানোর ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ই-রিক্সা শ্রমিক ভাইদের ভবিষ্যৎ কিভাবে সুরক্ষিত করা যায় সেজন্যই এই সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। রাজ্য সরকার ১লা জানুয়ারি থেকে লাইসেন্সবিহীন ই-রিক্সা চলাচলের উপর নিষেদাজ্ঞা জারি করেছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্য সরকার এ বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকারের নিষেধাজ্ঞার ফলে বিশাল অংশের

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রয়াত প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট বিকাশ সবনিস

মুম্বই, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): অসুস্থতাই কেড়ে নিল প্রাণ। দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ থাকার পর প্রয়াত হলেন প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট বিকাশ সবনিস। শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রখ্যাত এই কার্টুনিস্ট। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। স্ত্রী এবং ছেলে রয়েছে কার্টুনিস্ট বিকাশ সবনিসেরঊ ১৯৫০ সালের ১২ জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিকাশ সবনিস। মুম্বইয়ের জে জে স্কুল অফ আর্টস থেকে পড়াশোনা করেছিলেন বিকাশ সবনিস।

দীর্ঘ ১২ বছর ধরে 'মারমিক' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় কাজ করেছিলেন বিকাশ। এরপর তিনি মারাঠি দৈনিক 'লোকসত্তা'-য় কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ ৫০ বছরের কর্মজীবনে কার্টুনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় তুলে ধরেছিলেন বিকাশ সবনিস। কার্টুনিস্ট আর কে লক্ষ্মণকে নিজের আইডল মনে করতেন বিকাশ সবনিস।

আরএসএস-বিজেপিকে অসমের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ওপর হামলা করতে দেবেন না, গুয়াহাটিতে হুঙ্কার রাহুলের

গুয়াহাটি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের ইতিহাস, ভাষা, সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ওপর নাগপুর বা বিজেপিকে হামলা করতে দেবেন না। আরএসএস কখনও অসমকে পরিচালনা করতে পারবে না, অসম পরিচালিত হবে অসমের জনতার হাতে। শনিবার গুয়াহাটিতে আয়োজিত কংগ্রেসের এক সমাবেশে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ভাষণ দিচ্ছিলেন এআইসিসি-র প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবি-সহ কংগ্রেসের ১৩৫-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আজ খানাপাড়ায় পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ময়দানে আয়োজিত 'অস্তিত্ব রক্ষার সমাবেশ' শীর্ষক জনসভায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী তাঁর ভাষণে বরাবরের মতো একাধারে আরএসএস এবং বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর হামলা করে বক্তব্য পেশ করেছেন।

বিশাল সমাবেশ প্রধান বক্তার ভাষণে রাহুল গান্ধী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করে বলেন, লোকসভা ও রাজ্যসভায় যাতে এই আইন পাশ হতে না পারে তার জন্য কংগ্রেস ও তার মিত্রদলগুলোর বহু চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সাংসদ-সংখ্যা কম হওয়ায় তাঁদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বিলটি পাশ হয়ে যায়। তবে আইনের বলে অসম তথা ভারতের কোথাও যাতে ক্ষতি না হয়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে কংগ্রেস।

রাহুল আরও বলেন, অসম চুক্তিকে হত্যা করার চেষ্টা চলছে। অসমের স্বার্থে এই চুক্তি অক্ষত থাকা জরুরি। অসমের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অসম চুক্তি করেছিলেন তাঁর বাবা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। অসম চুক্তির ফলে রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছিল। কিন্তু বিজেপি তা ধ্বংস করে অশান্তির সৃষ্টি করছে। আসলে যেখানেই বিজেপি যায়, সেখানে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করে। তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বেরোলে যুবকদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ঝাড়খণ্ডে সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু, হেমন্তের শপথ আজ

রাঁচি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): বছরের অন্তিম মাসে বড় লড়াইয়ে পরাজিত হয়েছে বিজেপি। মোদী-ঝড় সেভাবে বইতেই পারেনি ঝাড়খণ্ডেঊ অমিত শাহ ও জে পি নাড্ডার প্রচারও বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম), কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) জোটের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে বিজেপিঊ বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর, ঝাড়খণ্ডে সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। ২৯ ডিসেম্বর, রবিবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন জেএমএম-এর পরিষদীয় দলনেতা হেমন্ত সোরেন।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে এবার বিজেপি ঝুলিতে এসেছে ২৫টি আসনঊ গত বারের চেয়ে ১২টি আসন কম। বিরোধী জোটে জেএমএম ৩০টি, কংগ্রেস ১৬টি এবং আরজেডি একটি আসনে জয়ী হয়েছে। ম্যাজিক ফিগার ৪১টি আসন অনায়াসেই পেরিয়ে গিয়েছে বিরোধী জোটঊ এবার অপেক্ষা ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শিবুপুত্র হেমন্ত সোরেনের শপথগ্রহণ। হেমন্ত সোরেনের শপথের মঞ্চ কার্যত হয়ে উঠতে চলেছে বিরোধী জোটের শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়-সহ কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। এ ছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তেজস্বী যাদবের মতো নেতা-নেত্রীদের উপস্থিতিতে ২৯ ডিসেম্বর, রবিবার রাঁচিতে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন হেমন্ত। সেই সঙ্গে সোনিয়া, রাহুল, প্রিয়ঙ্কা ছাড়াও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পি চিদম্বরম শপথের মঞ্চে হাজির

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিএএ বিরোধী আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব রেলের মেরামতিতে বাতিল বহু ট্রেন

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব রেলের একাধিক স্টেশনঊ যার মেরামত করতে ব্যাহত হতে চলেছে রেল পরিসেবা। শনিবার পূর্ব রেলের তরফে জানান হয়েছে এই মেরামতির কাজের জন্য জন্য রবিবার একাধিক ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

পূর্ব রেলের তরফে জানান হয়েছে, ব্যান্ডেল-কাটোয়া ডবল লাইন সেকশনের নবদ্বীপ ধাম ও পূর্বস্থলি স্টেশনের মাঝে ১৫ এ/সি/ ই লেভেল ক্রসিং গেটটি ভেঙে দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা । সেটি মেরামত করা হবে ২৯ ডিসেম্বর (রবিবার) । এজন্য রবিবার রাত ১২টা থেকে ১.২০ মিনিট পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হবে ওই লাইনে। তাই বাতিল করা হয়েছে একাধিক ট্রেন।

যার মধ্যে আছে, ১৩৪২২ মালদা টাউন-নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেস যেটি মালদা থেকে ২৮ ডিসেম্বর ছাড়ার কথা ছিল । ৩৭৯২৫ ও ৩৭৯২৭ হাওড়া-কাটোয়া লোকাল ট্রেন দুটির ছাড়ার কথা ছিল ২৮ ডিসেম্বর । ১৩৪২১ নবদ্বীপ ধাম-মালদা টাউন এক্সপ্রেস নবদ্বীপ থেকে ২৯ ডিসেম্বর ছাড়ার কথা ছিল। ৩৭৯২৫ ও ৩৭৯২৭ হাওড়া-কাটোয়া লোকাল ট্রেন দুটির ছাড়ার কথা ছিল ২৯ ডিসেম্বর ।

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রবল তুষারপাতে পূর্ব সিকিমে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করল ভারতীয় সেনা

গ্যাংটক ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রবল তুষারপাতে পূর্ব সিকিমে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করল ভারতীয় সেনা। কয়েকদিন ধরে শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাত হয় পূর্ব সিকিমের নাথুলা ও সংলগ্ন অঞ্চলে। এর ফলে সমস্যায় পড়েন প্রায় দেড় হাজার পর্যটক। তুষারপাতের ফলে ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শনিবার তাদের উদ্ধার করেন সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। তাদের গ্যাংটক নিয়ে আসা হবে বলে জানা গিয়েছে।

পৌষ-মাঘে একেবারে দারুণভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠছে শীতের মরশুম। যা গত কয়েক বছর ধরেই বেশ দুর্লভ হয়ে উঠছিল। কিন্তু এই আনন্দই যে বিষাদের রূপ নেবে, তা কে জানত? উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্তের জেরে জলীয় বাষ্প-সহ উষ্ণ পূবালী হাওয়া। এই দুয়ের সংঘাতে রাজ্যজুড়ে বৃহতিবার থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। শুক্রবার সকালেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে। যার জেরে তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী। দার্জিলিংয়ের তিনধরিয়া, লাচুং, সোনাদা, কালিম্পংয়ের রিশপে সকাল থেকে বরফপাত হয়েছে।

ইম্ফলে সন্দেহজনক আইইডি বিস্ফোরণ

ইম্ফল, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): সাত সকালে ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুরের ইম্ফল বাজার। শনিবার সকালে, সিটি পুলিশ স্টেশন থেকে মাত্র ৮০০ মিটার দূরে নাগরি গলি এলাকায় ইম্ফল বাজারে আইইডি বিস্ফোরণ হয়। সৌভাগ্যবশত এই বিস্ফোরণে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, একটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শনিবার সকাল পাঁচটা নাগাদ নাগরি গলি এলাকায় ইম্ফল বাজারে সন্দেহজনক আইইডি বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় একটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিস্ফোরণস্থল সিটি পুলিশ স্টেশন থেকে মাত্র ৮০০

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতের আদর্শ বিরোধী সিএএ দাবি কীর্তির

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কীর্তি আজাদ। ভারতের আদর্শ ও সামাজিক সংস্কৃতি বিরোধী এই আইন বলে দাবি করেছেন তিনি। শনিবার কীর্তি আজাদ জানিয়েছেন, বিষয়টি শুধুমাত্র মুসলমান বা হিন্দু বিরোধী নয়। এর পাশাপাশি এই আইন ভারতের আদর্শ ও সামাজিক সংস্কৃতি বিরোধী। ইতিহাসে নজির রয়েছে গোটা পৃথিবী থেকে আসা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছে ভারত। এই আইন ভারতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি করবে।

দেশের আর্থিক প্রগতি যে সবাইকে নিয়ে চলার মধ্যে নিহিত রয়েছে, সেদিকে আলোকপাত করে তিনি জানিয়েছেন, উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। মূল সমস্যা থেকে জনগণের নজর ঘোড়াতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ। কীর্তি আজাদ প্রশ্ন তোলেন যে দুই কোটি কর্মসংস্থানের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার কি হল। পাশাপাশি দেশবাসী কি নিজেদের অ্যাকাউন্টে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিহারে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন কংগ্রেস নেতা, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

বৈশালি (বিহার), ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): সাত সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরা আর হল না। বিহারের বৈশালিতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হলেন একজন কংগ্রেস নেতা। নিহত কংগ্রেস নেতার নাম হল-রাকেশ যাদবঊ বৈশালির সিনেমা রোডের ঘটনা। শনিবার সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ সিনেমা রোডে অবস্থিত একটি ব্যামাগারের কাছে কংগ্রেস নেতা রাকেশ যাদবকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় আততায়ীরা। রক্তাক্ত ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় কংগ্রেস নেতাকে উদ্ধার করে সফদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার (এসডিপিও) রাঘব দয়াল জানিয়েছেন, 'শনিবার সকালে সিনেমা রোডে অবস্থিত একটি ব্যামাগারের কাছে কংগ্রেস নেতা রাকেশ যাদবকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়। পাঁচ-রাউন্ড গুলি চালায় আততায়ীরাঊ কংগ্রেস নেতাকে উদ্ধার করে সফদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কংগ্রেস সূত্রের খবর, প্রতিদিন বৈশালির মীনাপুর গ্রাম থেকে হেঁটে ৩ কিলোমিটার দূরে ওই ব্যামাগারে যেতেন কংগ্রেস নেতা রাকেশ যাদব। এদিন সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ মোটরবাইকে এসে দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়ঊ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় কংগ্রেস নেতারঊ পুলিশ সূত্রের খবর, দুষ্কৃতীদের খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে। আততায়ীদের শনাক্ত করার জন্য ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পারদ-পতনে রেকর্ড, দিল্লির তাপমাত্রা নামল ২.৪ ডিগ্রিতে

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রতিদিনই নতুন নতুন রেকর্ড গড়ে চলেছে দিল্লির আবহাওয়াঊ হু হু করে নামছে তাপমাত্রা পারদ। প্রবল ঠাণ্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লিঊ শনিবার সকালে দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ পৌঁছে গিয়েছে ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এখনও পর্যন্ত মরশুমের শীতলতম দিন। ঠাণ্ডার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কুশায়ার দাপটওঊ কুয়াশার কারণে এদিন সকলে গন্তব্যে দেরিতে পৌঁছেছে উত্তর ভারতমুখী ২৪টি ট্রেন। উড়ান পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়েছে। দৃশ্যমানতার অভাবে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে চারটি বিমান।

কনকনে শীতের পরিবেশেও দূষণ থেকে মুক্তি নেই রাজধানীর মানুষজনেরঊ শনিবার সকালেও রাজধানীর বাতাস ছিল দূষিত। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, শনিবার সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরপর সকাল আটটা নাগাদ দিল্লির সফদরজঙ এনক্লেভে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পালমে ৩.১ ডিগ্রি, লোধি রোডে ১.৭ ডিগ্রি এবং আয়া নগরে ১.৯ ডিগ্রি। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, দিল্লিতে আপাতত বজায় থাকবে শৈত্যপ্রবাহ।

প্রবল ঠাণ্ডা সত্ত্বেও, দিল্লির বাতাস এখনও দূষিতই। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সকাল ন'টা নাগাদ সমগ্র দিল্লিতে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৫১ (পিএম১০), ৩৮৫ (পিএম২.৫), যা খুবই খারাপ।

মেঙ্গালুরুতে সিএএ হিংসায় মৃত্যু নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য তৃণমূলের

মেঙ্গালুরু, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকের মেঙ্গালুরুতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর প্রতিবাদে মৃত দু'জন আন্দোলনকারীর পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। মেঙ্গালুরুতে সিএএ প্রতিবাদে নিহতদের সঙ্গে দেখা করতে শনিবার সকালেই মেঙ্গালুরুতে পৌঁছন দীনেশ ত্রিবেদী, মহম্মদ নদিমুল হক-সহ তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। মেঙ্গালুরু পৌঁছনোর পরই নিহতদের পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

গত ১৯ ডিসেম্বর সিএএ প্রতিবাদ-বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে কর্ণাটকের মেঙ্গালুরু। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জমায়েত হতে শুরু করে সাধারণ মানুষঊ চলতে থাকে স্লোগান-মিছিল। থানায় হামলা চালানোর পাশাপাশি, বাস-গাড়িতে ভাঙচুর চলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলি চালায় পুলিশঊ তাতেই দু'জনের মৃত্যু হয়ঊ মৃতদের নাম জলিল (৪৯) এবং নৌশিন (২৩)।

মুম্বইয়ের শহরতলিতে ফ্যাক্টরিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

মুম্বই, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে ফের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! এবার ভয়াবহ আগুন লাগল পূর্ব মুম্বইয়ের শহরতলি ঘাটকোপারের একটি ফ্যাক্টরিতে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে মহিলা-দু''জনের। এছাড়াও আরও একজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শুক্রবার রাতে ঘাটকোপারে অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।